দারসে কুরআন সিরিজ-৩৬

সূরা মূল্‌ক-এর মৌলিক শিক্ষা

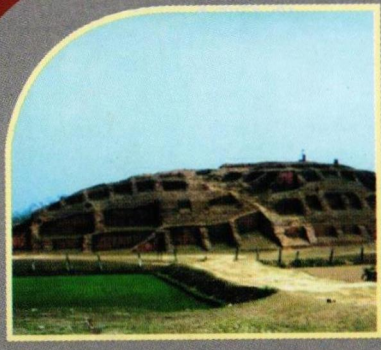

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-৩৬

সূরা আল মূলকের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

সূরা আল মূলকের মৌলিক শিক্ষা
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯২ ইং
বিশতম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ৩৬ টাকা

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্য

❋ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান

❋ যারা তাফসীর পড়ার বা শুনার সময় পাননা অথচ কুরআন বুঝতে চান

❋ যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন

❋ যারা খতিব, মুবাল্লিগ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী

এই সিরিজের বৈশিষ্ট্য

❋ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা

❋ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ

❋ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি

❋ নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

❋ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটান

❋ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমরা এমন এক যুগে এবং এমন এক সমাজে জন্মেছি ও এমন এক পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছি যে সমাজের সাধারণ লোক তো দূরের কথা, আরবী শিক্ষিতদের মধ্যেও এ ধারণা জন্মাতে পারেনি যে, আল কুরআনে 'রাজত্ব' নামেও একটি সূরা আছে আর মুসলমানদের মধ্যে এ চেতনাও জাগ্রত হতে পারেনি যে, আল্লাহর এই বিশাল সম্রাজ্যের মূল মালিক যে আল্লাহ সেই আল্লাহরই আইন চলবে তাঁর রাজত্বের মধ্যে। আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর আইন ছাড়া যে আর কারো আইন অর্থাৎ মানব রচিত আইন যে চলতে পারে না, তা একটা বাচ্চা ছেলেরও বুঝার কথা। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের মন মগজ ও চিন্তা ধারাকে এমনভাবে তৈরী করে দিয়েছে যে, কুরআন-হাদীসের ওস্তাদ হয়েও যেন আমরা তা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি না। এর চাইতে বড় অনুতাপের বিষয় আর কি হতে পারে ?

'সৃষ্টি যার রাজত্ব তার' কথাটা মানতে কি কোন মুসলমানের আপত্তি থাকতে পারে ? তা অবশ্যই পারে না ! আল্লাহর রাজত্বে যে এক মাত্র আল্লাহর আইন চলবে এবং অন্য কারো আইন চলবে না এবং তা চলতে পারেও না। এই অনুভুতিকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাঁর কালামে পাকে রাজত্ব নামের একটা সূরাও নাযিল করেছেন; এই কথাটা দ্বীন দরদী মুসলমান ভাই বোনদের জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই সূরাটার (অর্থাৎ রাজত্ব নামের সূরাটার) ব্যাখ্যা লেখার কাজে হাত দিয়েছি। আমার মেহেরবান আল্লাহই ভাল জানেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে পূনঃ এ চেতনা জাগ্রত হবে কি না যে আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই আইন চলতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যারাই এ সূরার ব্যাখ্যা পড়বেন তারা এটা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন, যে আল্লাহর বিজ্ঞান সম্মতভাবে সৃষ্ট এ বিশ্ব জাহানের বাদশাহী কোন মানুষের হাতে আল্লাহ ছেড়ে দেননি এবং তা দিতেও পারেন না।

আল্লাহ আকাশ রাজ্যেরও যেমন একচ্ছত্র মালিক বা বাদশাহ তেমন এ পৃথিবীরও পুরা কর্তৃত্ব আল্লাহরই। অর্থাৎ আল্লাহ–ই সব মানুষের রাজা আর দুনিয়ার সব মানুষই আল্লাহর দাস বা প্রজা। কাজেই আল্লাহর আইনের রাজত্ব

www.pathagar.com

না হলে যে আল্লাহর দুনিয়ায় কোন প্রকারেই কোন বরকত আসবে না, এবং তা আসতে পারে না। এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এ সূরার মধ্যে। আর যারা আল্লাহর আইনের শাসন ব্যবস্থা চায় না তাদেরকে এমন কতকগুলো যুক্তি দিয়ে বোঝান হয়েছে যে, আল্লাহর এই বিশাল সম্রাজ্যের মধ্যে কোন অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি তোমরা কখনো খুঁজে পাবে না, কাজেই আকাশ রাজ্যের বিশাল সম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার বৈজ্ঞানিক এবং নিখুত ব্যবস্থা করা যার দ্বারা সম্ভব একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব দুনিয়ার মানুষকে এমন একটা রাষ্ট্র পরিচালনার আইন দেয়া যে আইন চললেই রাষ্ট্রে পূর্ণাঙ্গ শান্তি কায়েম হতে পারে এ ছাড়া যে কোন মানুষেরই তৈরী আইনে কখনও মানব সমাজে শান্তি আসতে পারে না। এবং বরকতও হবে না কোন দিক থেকেই তা এ সূরার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এ পৃথিবীসহ সমগ্র বিশ্বলোককে যথাযথ পন্থায় টিকিয়ে রাখতে পারেন সেই আল্লাহ কি পারবেন না তাঁর সৃষ্ট মানব জাতির জন্যে এমন একটা সংবিধান দিতে যে সংবিধান মেনে চললে দুনিয়ার মানুষ শান্তিতে চলতে পারবে? মানুষ যে সংবিধান তৈরী করে তার মধ্যে কিছু দিন পর পরই ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে। যার জন্য মাত্র ১৯ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে ১২টা সংশোধনীর প্রয়োজন দেখা দিল, এরপর আস্তে আস্তে দেখা যাবে।

মানব রচিত সংবিধানের অবস্থা হবে আমার সেই ছাত্র জীবনের কেনা বি,এস, এ, সাইকেলটার মত। অর্থাৎ যে পুরান সাইকেলের রঙ্গের কিছু অংশ ছাড়া সবই পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঠিক তেমনই মানুষের তৈরী সমাজ আজ যেটাকে ভাল মনে করা হচ্ছে, আগামী কালই সেটাকে মন্দ মনে করা হবে এবং তা পরিবর্তন করা হবে। এই অবস্থাই ঘটছে সারা পৃথিবীর মানব রচিত সংবিধানে। কিন্তু এই সূরার মধ্যে আল্লাহ মানব জাতিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমার এ বিজ্ঞোচিত সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি এমন কিছু দেখতে পাও যে তা পরিবর্তন যোগ্য অবিজ্ঞোচিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন তোমরা যতই আমার সৃষ্ট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে ততই তোমাদের চিন্তা শক্তি অপারগ বা ক্লান্ত শ্লান্ত হয়ে তোমারই কাছে ফিরে আসবে। তোমরা কোনক্রমেই আমার বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ধর্মী কোন কিছুই খুজে পাবে না এবং বুঝেও কূল পাবে না আমার সৃষ্টি কৌশল। কাজেই এ পৃথিবীর মানব জাতির জন্যে আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন সেই আইন মুতাবিক রাষ্ট্র চালালে দেখবে সমাজে কোন প্রকার বিশৃংখলাই আসতে পারবে না। আল্লাহর সৃষ্টি গ্রহ নক্ষত্র বায়ূ মন্ডলসহ যত সৃষ্টি আমরা দেখতে বা বুঝতে পারি তার মধ্যে যেমন কখনও কোন সংঘাত এবং কোন বিপর্যয় সৃষ্টি হয় না এবং আল্লাহর কোন আইন পরিবর্তন করতে হয় না। ঠিক তেমনই দুনিয়ার মানব সমাজেও যদি আল্লাহর আইন চালু করা হয় তবে মানুষ এই পৃথিবীর বুকে বাস করে বেহেস্তি গন্ধ অনুভব করতে পারবে এবং কোন অশান্তি ঢোকার কোন চোরা পথই আর খোলা থাকবে না। এবং সে আইন কোন দিনই পরিবর্তন করতে হবে না।

মুসলিম জাতির মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহই ভাল জানেন যে তাঁর বান্দারা তাঁর (আল্লাহর) কথায় যা সূরা আল মূলকের মাধ্যমে আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন তা বুঝবে কিনা। বুঝলেই মঙ্গল আর না বুঝলেই অমঙ্গল, এটা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। আশা করি আল্লাহর কথায় আমাদের মনের চোখ খুলবে। হ্যাঁ, তবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো একটা কথা বলেছেন যা শুনলে কিছু মানুষ অবশ্যই ভীত হবে এবং আল্লাহর আইন চাওয়ার সাহস করবে না।

এবং এমনও কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা ভয়ে ভীত না হয়েই সমাজে আল্লাহর আইন চাইবে। সে ভয়টা হল এই যে, আল্লাহ বলেছেন আমার আইন সমাজে কায়েম করতে চাইলেই সমাজে কায়েমী স্বার্থবাদীরা মরিয়া হয়ে বাধা দেবে। তখন আমি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখব যে কে তোমরা মরার ভয় ও বাঁচার লোভ ত্যাগ করে সব চাইতে ভাল কাজ বা ভাল আমল করতে পার। কাজেই এর দ্বারা ২টি জিনিস বুঝা গেল যথা ঃ

www.pathagar.com

(১) মানব রচিত আইনের রাজত্ব খতম করে আল্লাহর আইনের রাজত্ব কায়েম করতে চাইলে বা এ কাজের জন্যে আন্দোলন করলে তাদের উপর একটা পরীক্ষা আসবেই তখন তাকে মরার ভয় ও বাঁচার লোভ ত্যাগ করতে হবে। এবং (২) এটাও কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহ অন্য কোন কাজকে সব চাইতে ভাল আমল বলেন নাই। বরং বলেছেন আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর আইন চালু করার সংগ্রামে যারা মরার ভয় এবং বাঁচার লোভ ত্যাগ করে রাসূল (সঃ) এর পন্থায় সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বে তারাই হচ্ছে সবচাইতে উত্তম আমলকারী।

যদিও আমার আশা যে এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের মনের চোখ খোলার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু আল্লাহই ভাল জানেন, তাঁর কি পরিমাণ বান্দা বাঁচার লোভ ও মরার ভয় ত্যাগ করে ইসলামী আইন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হবে। তবে এ বিশ্বাস আমার মধ্যে ষোল আনাই আছে যে, যারাই পরকাল বিশ্বাস করেন তারাই এ সূরার মর্মার্থ মুতাবিক আমল করতে পারবেন।

ইতি

–লেখক

www.pathagar.com

সূরা আল-মুলক

অনুবাদঃ

১। অতীব মহান প্রাচুর্যময় সেই যার হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে সমস্ত সৃষ্টিজাহানের রাজত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব।

২। যিনি হায়াত (জীবন) ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি (তোমাদের) পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, কে তোমরা (বাঁচার আশা ও মরার ভয় ত্যাগ করে) সবচাইতে ভালো আমল কর বা আমলের দিক থেকে কে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর তিনি হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী ক্ষমাকারী।

৩। তিনি স্তরে স্তরে সাতটা আসমানকে সাজিয়েছেন। তোমরা মহান দয়ালু (আল্লাহর সৃষ্টি কর্মের মধ্যে কোথাও কোন অসংগতি বা অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি (দেখতে) পাবে না। (আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন ভুল প্রমাণ হবে না এবং প্রথম সৃষ্টির পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির কোন কিছু সংশোধণ বা সংযোজন করা লাগবে না, কারণ তা মহা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞোচিত ভাবে সৃষ্টি করা)

৪। তার সৃষ্টির দিকে বার বার চেয়ে দেখ,তোমার দৃষ্টি শক্তি (ও জ্ঞান কিছুই বুঝে কূল পাবেনা)। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তোমার নজর ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (তাঁর মহা বিজ্ঞোচিত সৃষ্টির কিছুই তোমরা বুঝতে পারবে না)। তোমার দৃষ্টি বার বার নিক্ষেপ কর, দেখতো কোথাও কোন অবিজ্ঞোচিত সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছ কি ?

৫। আমি তোমার নিকটবর্তী আসমানকে বিরাট জোতিষ্ক মন্ডলি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করেছি। শয়তান গুলোকে মেরে তাড়ানোর জন্যে আকাশে পাথর বা লৌহ খন্ড বানিয়ে রেখেছি আর তাদের (শয়তানদের) জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি কুন্ড তৈরী করে রেখেছি।

৬। যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার ও অমান্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। আর তা হচ্ছে অত্যন্ত খারাপ পরিণতির স্থান।

www.pathagar.com

৭। তারা যখন উহাতে (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে তখন তার ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে।

৮। উহা (অর্থাৎ জাহান্নাম) তখন উতাল পাতাল করতে থাকবে রাগে তা ফেটে পড়বে। প্রতিবারই যখন তাদের এক একটা দলকে দোজখে ফেলবে তখন তার (দোজখের) ফেরেস্তারা তাদের জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের নিকট কি কোন সর্তককারী যায়নি (যে তোমাদের আজ এই অবস্থা)

৯। তারা জবাবে বলবে হ্যাঁ সতর্ককারী আমাদের কাছে এসেছিল ঠিকই কিন্তু আমরা তাদের কথা অবিশ্বাস ও অমান্য করেছি এবং আমরা বলেছিলাম আল্লাহ এই ধরণের কোন কথা নাযিল করেননি (আরো বলেছি) তোমরা বড় ধরনের গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

১০। এবং (আরো) বলবে হায় আমরা (দুনিয়ায় সেই সব) কথা যদি শুনতাম (যা সাবধান কারীগণ বলেছিলেন) তাহলে আজ এই দাউ দাউ করে জলতে থাকা আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

১১। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। আফসোস এই জাহান্নামীদের জন্যে তারা দূর হোক।

১২। নিশ্চয়ই যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরষ্কার।

১৩। তোমরা (এ সব কথা শোনার পর তোমাদের মনের প্রতিক্রিয়া) গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল তিনি তা অন্তরের যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সাম্যক অবগত রয়েছেন।

১৪। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না তোমাদের অন্তরের খবর? তিনি সুক্ষজ্ঞানী, সাম্যক জ্ঞাত।

১৫। তিনিই যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের অধীন যার ফলে তোমরা পৃথিবীর উপর দিয়ে বিচরণ কর (মধ্যাকর্ষন শক্তির ফলে) তোমরা পৃথিবীর যেখানে যাও না কেন মাটি তোমাদের পায়ের নিচেয়ই থাকে। এবং তার থেকে রিজিক (পৃথিবী থেকে পাওয়া) খাদ্য তোমরা খাও। এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্রিত হতে হবে।

১৬। তোমরা কি ভাবনা মুক্ত হয়ে গেছ এ ব্যাপারে যে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে বিলিন করে দিবেন না, তারপর তা কাঁপতে থাকবে। (এ সব ব্যাপারে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে গেছ ?)

www.pathagar.com

১৭। না কি তোমরা নিশ্চিত হয়ে গেছ যে আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বৃষ্টি করবেন না ? তখন তোমরা বুঝবে যে কেমন ছিল আমার সতর্ক বাণী ?

১৮। তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমাকে অস্বীকার করার প্রতিফল।

১৯। তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপরে উড়ন্ত পাখীগুলির প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী ? (প্রথমে উড়ে উপরে উঠার সময়) অতঃপর (উপরে উঠে গেলে) আল্লাহই তাদের (পাখা ঝাপটান ছাড়াই) স্থির করে রাখেন। তিনি সব বিষয়ই দেখেন।

২০। দয়ালু আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন সৈন্য আছে কি যে তোমাদের সাহায্য করবে ? কাফেররা বিভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছে।

২১। তিনি যদি রিজিক বন্ধ করে দেন তবে কে আছে যে তোমাদের রিজিক দিবে ? পক্ষান্তরে তারা অবাধ্যতায় ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে।

২২। যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সেই কি সঠিক পথে বা হেদায়েতের পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সিরাতুম মুস্তাকীমের পর অর্থাৎ সঠিক সরল পথে চলে ?

২৩। বলুন তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কান, চোখ ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কম লোকই শুকরিয়া আদায় কর।

২৪। বলুন তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে।

২৫। লোকেরা বলে এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে তা বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?

২৬। বলুন এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী।

২৭। যখন তাঁর প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের মুখমন্ডল মলিন হয়ে পড়বে। এবং বলা হবে এটাই তোমরা চাইতে।

২৮। বলুন তোমরা কি ভেবে দেখেছ যদি আল্লাহ আমাকে ও সঙ্গিদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন তবে কাফেরদের কে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ?

www.pathagar.com

২৯। বলুন তিনি পরম করুনাময় আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি। এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। সত্ত্বরই তোমরা জানতে পারবে কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় আছে।

৩০। বলুন তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভুগর্ভের গভিরে চলে যায় তবে তোমাদের কে দেবে পানির স্রোতধারা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ نِالَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَّا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ ، هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ـ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ـ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ـ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ، وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ـ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ـ

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ـ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ

www.pathagar.com

مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۔ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ، فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۔ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۔ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ، وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۔

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ۔ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ، فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ . اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ۔ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۔ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ۔ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

www.pathagar.com

وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ، قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ـ قُلْ اَرَئَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ، فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ قُلْ اَرَئَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ

শব্দার্থঃ (১) تَبٰرَكَ প্রাচুর্য الَّذِىْ যিনি বা যারা بِيَدِهِ হাতে الْمُلْكُ রাষ্ট্র বা সর্বময় কর্তৃত্ব। وَ এবং هُوَ তিনি عَلٰى উপরে كُلِّ সমস্ত شَىْءٍ জিনিসের قَدِيْرٌ শক্তিধর।

(২) الَّذِىْ যিনি خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন الْمَوْتَ মওতকে وَ এবং الْحَيٰوةَ হায়াতকে لِيَبْلُوَكُمْ যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। اَيُّكُمْ তোমাদের কার اَحْسَنُ অতি সুন্দর عَمَلاً আমল وَهُوَ এবং তিনি الْعَزِيْزُ মহা পরাক্রমশালী الْغَفُوْرُ ক্ষমাকারী।

(৩) الَّذِىْ যিনি خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন سَبْعَ সাতটি سَمٰوٰتٍ আসমান الرَّحْمٰنِ সৃষ্টি خَلْقِ মধ্যে فِىْ। تَرٰى তুমি দেখবে না। مَّا স্তরে طِبَاقًا

www.pathagar.com

দয়ালু আল্লাহর مِنْ হতে এখানে مِنْ শব্দের কোন বাংলা অর্থ আসবে না এ مِنْ শুধু বর্ণনার জন্যে আসছে একে বলে বয়ানিয়া। تَفٰوُتٍ কোন অবিজ্ঞোচিত সৃষ্টি فَارْجِعِ অতঃপর রুজু কর الْبَصَرَ দৃষ্টিকে (আল্লাহর সৃষ্টির দিকে) هَلْ تَرٰى তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ? مِنْ فُطُوْرٍ কোন টোটা ফাটা কিছু (বা অবৈজ্ঞানিক কোন সৃষ্টি কি দেখতে পাচ্ছ

৪। ثُمَّ পরে ارْجِعِ রুজু কর الْبَصَرَ দৃষ্টিকে كَرَّتَيْنِ বারংবার يَنْقَلِبْ ফিরে আসবে اِلَيْكَ তোমার দিকে الْبَصَرُ দৃষ্টি خَاسِئًا পরিশ্রান্ত وَّهُوَ এবং সে হবে حَسِيْرٌ ব্যর্থ।

(৫) وَلَقَدْ এবং অবশ্যই زَيَّنَا সুসজ্জিত করেছি السَّمَآءَ الدُّنْيَا দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানকে بِمَصَابِيْحَ জ্যোতিষ্কমন্ডলি দ্বারা। وَجَعَلْنٰهَا এবং আমি তাকে করেছি رُجُوْمًا পাথর নিক্ষেপ لِّلشَّيٰطِيْنِ শয়তানদের জন্য وَاَعْتَدْنَا এবং আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছি لَهُمْ তাদের জন্য عَذَابَ শাস্তি السَّعِيْرِ দোজখের।

(৬) وَلِلَّذِيْنَ এবং তাদের জন্য যারা كَفَرُوْا কুফরীর নীতি অবলম্বন করে بِرَبِّهِمْ তাদের রবের সঙ্গে عَذَابُ جَهَنَّمَ জাহান্নামের শাস্তি وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর তা খুবই খারাব জায়গা।

(৭) اِذَآ যখন اُلْقُوْا নিক্ষেপ করা হবে فِيْهَا উহাতে (দোজখে) وَّهِيَ تَفُوْرُ গর্জন شَهِيْقًا সে ফেটে سَمِعُوْا لَهَا তারা শুনবে উহাতে পড়বে।

www.pathagar.com

(৮) تَكَادُ যেন উপক্রম হবে تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে كُلَّمَا যখনই أُلْقِيَ নিক্ষেপ করা হবে فِيهَا উহাতে (দোজখে) فَوْجٌ এক এক দল سَأَلَهُمْ তাদের জিজ্ঞাসা করবে। خَزَنَتُهَا দোজখের ফেরেস্তারা أَلَمْ يَأْتِكُمْ আসেনি কি তোমাদের নিকট نَذِيرٌ কোন ভয় প্রর্দশনকারী বা হুসিয়ারকারী ?

(৯) قَالُوا তারা বলবে بَلَىٰ হ্যাঁ قَدْ جَاءَنَا অবশ্যই তোমাদের নিকট এসেছিল نَذِيرٌ সতর্ককারী فَكَذَّبْنَا অতঃপর আমরা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছি। وَقُلْنَا এবং বলেছি مَا نَزَّلَ اللَّهُ আল্লাহ নাযিল করেননি مِنْ شَيْءٍ কোন কিছু إِنْ যদি (কিন্তু একই বাক্যে যদি إِنْ এরপরে إِلَّا থাকে তবে إِنْ এর অর্থ হয় না। কাজেই এখানের একই বাক্যের إِنْ এরপরে إِلَّا থাকার কারণে এই إِنْ এর অর্থ হবে না) إِنْ أَنْتُمْ নহে তোমরা إِلَّا ব্যতীত فِي মধ্যে ضَلَالٍ গোমরাহীর كَبِيرٍ বড় ধরনের।

(১০) وَقَالُوا এবং বলবে لَوْ যদি كُنَّا نَسْمَعُ শুনিতাম أَوْ অথবা نَعْقِلُ বুঝিতাম مَا كُنَّا হতামনা فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ দোজখের অধিবাসী।

(১১) فَاعْتَرَفُوا অতঃপর তারা স্বীকার করবে بِذَنْبِهِمْ তাদের এই একটি গোনাহের কথা। فَسُحْقًا অতএব আফসোস لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ দোজখের অধিবাসীদের জন্যে।

(১২) إِنَّ الَّذِينَ নিশ্চয়ই যারা يَخْشَوْنَ ভয় করে رَبَّهُمْ তাদের রবকে بِالْغَيْبِ না দেখে لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে مَغْفِرَةٌ ক্ষমা وَأَجْرٌ كَبِيرٌ এবং বড় ধরণের পুরস্কার।

www.pathagar.com

(১৩) وَاَسِرُّوْا এবং গোপনই কর قَوْلَكُمْ তোমাদের মনের কথা اَوِ اجْهَرُوْا অথবা প্রকাশ্যেই বল بِهٖ উহা اِنَّهٗ নিশ্চয়ই তিনি عَلِيْمٌ জানেন بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অন্তরের সব কিছু।

(১৪) اَلَا يَعْلَمُ তিনি কি জানেন না مَنْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন وَهُوَ আরি তিনি হচ্ছেন اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ সুক্ষদৃষ্টি সম্পন্ন।

(১৫) هُوَ الَّذِىْ তিনিই যিনি جَعَلَ করেছেন لَكُمُ الْاَرْضَ তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে ذَلُوْلًا অধীন فَامْشُوْا ফলে তোমরা বিচরণ কর বা পথচল فِىْ مَنَاكِبِهَا তার সমস্ত পথে وَكُلُوْا এবং খাও مِنْ رِّزْقِهٖ তার থেকে وَاِلَيْهِ এবং তাঁরই দিকে النُّشُوْرُ একত্রিত হতে হবে।

(১৬) ءَاَمِنْتُمْ তোমরা কি নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে গেছ مَّنْ فِي السَّمَآءِ যিনি আকাশের অধিপতি اَنْ يَّخْسِفَ যে বিলিন করে দেবেন بِكُمُ الْاَرْضَ তোমাদের জমীনের মধ্যে فَاِذَا هِىَ অতঃপর সে যখন تَمُوْرُ কাপতে থাকবে।

(১৭) اَمْ اَمِنْتُمْ না তোমরা নিশ্চিত হয়ে গেছ مَّنْ فِى السَّمَآءِ যিনি আকাশে রয়েছেন اَنْ يُّرْسِلَ যে তিনি পাঠাবেন عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর حَاصِبًا প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করবেন فَسَتَعْلَمُوْنَ তখন তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে যে كَيْفَ কেমন نَذِيْرِ (ছিল) সতর্ককারী।

www.pathagar.com

(১৮) وَلَقَدْ আর অবশ্যই كَذَّبَ মিথ্যারোপ করেছিল الَّذِيْنَ তারা যারা ছিল مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্ত্তি। فَكَيْفَ অতঃপর كَانَ কেমন ছিল نَكِيْرِ কঠোর (আমার অস্বীকৃতি)

(১৯) اَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি লক্ষ্য করে না اِلَى দিকে বা প্রতি الطَّيْرِ পাখির فَوْقَهُمْ তাদের মাথার উপর صٰٓفّٰتٍ পাখা বিস্তারকারী وَّيَقْبِضْنَ এবং পাখা সংকোচনকারী مَا يُمْسِكُهُنَّ তারা স্থির থাকতে পারত না اِلَّا الرَّحْمٰنُ দয়ালু আল্লাহর রহমত ছাড়া اِنَّهٗ নিশ্চয়ই তিনি بِكُلِّ شَيْءٍ সব কিছুর প্রতি بَصِيْرٌ দৃষ্টি রাখেন।

(২০) اَمَّنْ তিনি যিনি هٰذَا الَّذِيْ এই যা هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ তোমাদের কত সৈন্য مِّنْ دُوْنِ তোমাদের সাহায্য করবে يَنْصُرُكُمْ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত الرَّحْمٰنِ কাফেররা নয় اِنِ الْكٰفِرُوْنَ বিভ্রান্তিতে পতিত ছাড়া অন্য কিছু ।

(২১) اَمَّنْ কে তিনি هٰذَا الَّذِيْ এই সত্বা যিনি يَرْزُقُكُمْ তোমাদের রুজী দেন اِنْ যদি اَمْسَكَ প্রত্যাহার করে নেন। رِزْقَهٗ তার রুজী بَلْ বরং لَّجُّوْا সে নাফরমানি করল। فِيْ মধ্যে عُتُوٍّ দুষ্টমির وَّنُفُوْرٍ পলায়ন পর অবস্থা।

(২২) اَفَمَنْ يَّمْشِيْ যে চলে সেই কি مُكِبًّا ভর দিয়ে عَلٰى وَجْهِهٖٓ তার মুখের উপর اَهْدٰٓى সৎ পথে? اَمَّنْ يَّمْشِيْ নাকি যে চলে سَوِيًّا সোজা/ খাড়া عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথের উপর।

www.pathagar.com

(২৩) قُلْ বল هُوَ الَّذِىْ তিনিই যিনি اَنْشَاَكُمْ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন وَجَعَلَ এবং দিয়েছেন لَكُمُ তোমাদের السَّمْعَ শ্রবনশক্তি وَالْاَبْصَارَ এবং দৃষ্টি শক্তি وَالْاَفْئِدَةَ বুঝার মত মন قَلِيْلًا খুব কম مَّا تَشْكُرُوْنَ যারা শুকরিয়া আদায় কর।

(২৪) قُلْ বল هُوَ الَّذِىْ তিনিই যিনি ذَرَاَكُمْ তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন فِى الْاَرْضِ পৃথিবীর সর্বত্র وَاِلَيْهِ এবং তাঁরই দিকে تُحْشَرُوْنَ একত্রিত করবেন।

(২৫) وَيَقُوْلُوْنَ তারা বলছে مَتٰى কখন (পুরণ হবে) هٰذَا এই الْوَعْدُ ওয়াদা اِنْ যদি كُنْتُمْ তোমরা হও صٰدِقِيْنَ সত্যবাদী।

(২৬) قُلْ তুমি বলে দাও اِنَّمَا الْعِلْمُ অবশ্যই এই জ্ঞান عِنْدَ اللّٰهِ (রয়েছে) আল্লাহর নিকট وَاِنَّمَآ এবং অবশ্য اَنَا আমি (শুধু) نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ সাবধানকারী।

(২৭) فَلَمَّا অতঃপর যখন رَاَوْهُ তা তারা দেখবে زُلْفَةً আসন্ন সেই ভয়াবহ দিন। سِيْٓئَتْ মলিন হয়ে পড়বে وُجُوْهُ চেহারা الَّذِيْنَ যারা كَفَرُوْا কুফুরীর নীতি অবলম্বন করে চলে وَقِيْلَ আর (তখন) তাদের বলা হবে هٰذَا الَّذِىْ এই সেই দিন যে দিন كُنْتُمْ بِهٖ তোমরা যা تَدَّعُوْنَ দাবী করতে বা চাইতে।

(২৮) قُلْ বল اَرَءَيْتُمْ তোমরা কি ভেবে দেখেছো اِنْ যদি اَهْلَكَنِىَ আমাকে ধ্বংস করে দেন اللّٰهُ وَمَنْ আল্লাহ তায়ালা আর যারা مَّعِىَ আমার সঙ্গী اَوْ رَحِمَنَا অথবা দয়া করেন فَمَنْ অতঃপর কে

www.pathagar.com

يُّجِيْرُ রক্ষা করবে الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদেরকে مِنْ হতে عَذَابٍ শাস্তি اَلِيْمٍ ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক।

(২৯) قُلْ বল هُوَ الرَّحْمٰنُ তিনি দয়ালু আল্লাহ اٰمَنَّا بِهٖ আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি وَعَلَيْهِ এবং তাঁরই উপরে تَوَكَّلْنَا আমরা ভরসা করেছি। فَسَتَعْلَمُوْنَ অতঃপর শীঘ্রই তোমারা জানতে পারবে مَنْ هُوَ কে সে যে فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত।

(৩০) قُلْ বল اَرَءَيْتُمْ তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ اِنْ যদি اَصْبَحَ চলে যায় مَاؤُكُمْ তোমাদের পানি غَوْرًا জমীনের গভীরে فَمَنْ তাহলে কে يَّاْتِيْكُمْ দেবে তোমাদেরকে بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ পানির স্রোত ধারা?

নাযিল হওয়ার সময় কাল

এ সূরাটি যে কখন নাযিল হয়েছে তা কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা মুশকীল। তবে এর বর্ণনা ভঙ্গি থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞ তাফসীর কারকগণ মনে করেন যে এ সূরা মাক্কি জীবনের প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয়।

সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয় বস্তু

১। আসমান ও জমিনের যথা সমস্ত সৃষ্টির উপর একমাত্র আল্লাহরই মালিকানা, কাজেই পৃথিবীর রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলবে আল্লাহরই আইনে। তবেই আসবে অর্থের প্রাচুর্য। মানুষের অভাব দূর হবে।

২। জীবন মরণ আল্লাহর সৃষ্টি এর দ্বারা আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কে বাঁচার লোভ ও মরার ভয় ত্যাগ করে নবীর পিছনে থেকে উত্তম আমল করতে পারে। কারণ নবীর সঙ্গে থেকে আল্লাহর পথে চলতে হলে বাঁচা মরার প্রশ্ন আছে।

www.pathagar.com

৩। প্রকৃত পক্ষে নেক আমল কি ?

৪। আল্লাহর সৃষ্ট আইন কানুন কেমন বিজ্ঞোচিত ও আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য।

৫। রাজত্ব যার আইন তার এই একটি বিষয়ে যারা গাফেল বা এই বিষয়টি যারা মানেনা তাদের শেষ পরিণতি ও তাদের অনুতাপ ও অনুশোচনা হবে কেমন।

৬। আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর আইন অমান্যকারীদের কে দোজখ কি ভাবে গ্রহণ করবে।

৭। আল্লাহর আইন অমান্য কারীদের মনোভাব আল্লাহ জানেন।

৮। আল্লাহর আইন মেনে চলার যুক্তি।

৯। আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে দুনিয়ার পরিণতি কি হতে পারে।

নামকরণ ও আয়াত ভিত্তিক ব্যাখ্যাঃ-

১। নামকরণের ব্যাখ্যা ঃ-

এই সূরার নাম বাংলায় অনুবাদ করলে শব্দটা আসবে একমাত্র রাজত্ব, এ রাজত্বের অর্থ আসমান জমিনসহ যা কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার সব কিছুর উপরই একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব কায়েম রয়েছে। মানুষ যদি আল্লাহরই আইন কায়েম করে এবং সেই মুতাবিক জীবন যাপন করে তবেই আসবে মানব জীবনে ইহকালে শান্তি আর পরকালে মুক্তি। আর মানুষ রক্ষা পাবে নিরাপত্তাহীনতা থেকে। এই জন্যই এই সূরাকে হাদীস শরীফে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। ওয়াকিয়ার বাংলা অর্থ যাবতীয় ভীতি থেকে রক্ষাকারী আর মুনজিয়ার অর্থ হচ্ছে মুক্তিদানকারী। অর্থাৎ সূরার মূল নির্দেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও সেই মুতাবিক আমলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি। রাসূল (সঃ) বলেন-

هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنَجِّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ অর্থাৎ " এই সূরা (দুনিয়ার) আযাব রোধ করবে এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবে"

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে এই সূরার তাৎপর্য সম্পর্কে এখনও আমরা

www.pathagar.com

বেখবর। আমরা মনে করি এর অর্থ জানা ও বুঝার কোন দরকার নেই, শুধু মুখস্ত পড়লেই দুনিয়ার শান্তি আর গোর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ধন্য আমাদের বুদ্ধির, ধন্য আমাদের ইলমের এবং ধন্য আমাদের চিন্তাধারার যে রাসূল (সঃ) এর জীবন যাপনের সঙ্গেও এ সূরার ভাবার্থকে আমরা একটু মিলিয়ে দেখি না। দুর্ভাগ্য, হতভাগা আর কপালপোড়া এর চাইতে আর কি হতে পারে তা আমার জ্ঞানে ধরে না।

১ম আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এর প্রথম শব্দ تَبَارَكَ এ শব্দটি بَرَكَةٌ শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর আভিধানিক অর্থ বেশী বেশী হওয়া' এই শব্দটা যখন আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় 'সর্বোচ্চও মহান প্রাচুর্যের মালিক بِيَدِهِ الْمُلْكُ আল্লাহর হাতে রয়েছে রাজত্ব। এবং রাজত্ব পরিচালনার যাবতীয় আইন কানুন, যে আইন কানুন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে মানব জীবনে আসতে পারে দুনিয়ায় ও পরকালে সব ধরণের শান্তি এবং অসহায়দের হাতে আসতে পারে ধন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। কারণ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাধর যে ব্যাপারে মানুষ কোন ক্ষমতা রাখে না। তাই ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় বিগত যুগে একমাত্র তখনই দুনিয়ার মানুষ শান্তিতে দিন কাটিয়েছে এবং বেহেস্তের পথে চলতে পেরেছে যতদিন নবী রাসূলগণ (সঃ) কর্তৃক আল্লাহ বিধান মুতাবিক রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। আর যতদিন খোলাফায়ে রাশেদীন আল্লাহর আইন মুতাবিক রাষ্ট্র চালিয়েছেন।

এ ছাড়া ধন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধন দৌলত, বা জানমাল ও মানইজ্জতের হেফাজত হতেই পারে না। আর যদি কেউ মানে যে আল্লাহর বিধান কায়েম হওয়া ও থাকা ছাড়া আসমান ও যমীনের শৃংখলা রক্ষা হতে পারে তবে তাকে অবশ্যই আল্লাহর উপরোক্ত আয়াতটার অস্বীকারকারী ও ইতিহাসকে অমান্যকারী বলে গণ্য করতে হবে। কাজেই আসুন আল্লাহর নিকট মুনাজাত করি যেন আমরা কোন প্রকার শয়তানি চক্রান্তে পড়ে আল্লাহর আয়াতের অস্বীকারকারী না হই।

www.pathagar.com

এই একটি মাত্র আয়াতের দ্বারাই তৎকালীন আবর সমাজের গণমানুষের চিন্তাধারার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এক নূতন চেতনা যা তাদের শতাব্দিকালের ভুল ধারণার উপর এনেছিল এক প্রচন্ড আঘাত। আশা করি এর দ্বারা আমাদের সমাজের শিক্ষিত জনমনেও এ সূরার এই বাংলা ব্যাখ্যায় আনবে এক প্রচন্ড আঘাত। যে আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কয়েক শত বছরের বদ্ধমূল ভুল ধারণা।

উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে যে بِيَدِهِ الْمُلْكُ এর মধ্যে يَدْ শব্দটা রয়েছে এর অর্থ 'হাত' কিন্তু আল্লাহর যেহেতু শরীর নাই কাজেই এ হাত অর্থ শক্তি ধরতে হবে অথবা এ يَدْ শব্দকে একটা مُتَشَابِهْ শব্দ ধরতে হবে। যার অর্থের পিছনে আমাদের মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। স্পষ্ট অর্থ যেটুকু পাওয়া গেল ঐ টুকুই আমাদের বা মানব জাতীর জন্যে যথেষ্ট। আর بِيَدِهِ الْمُلْكُ এর মধ্যে মূলক শব্দ থেকে আসমান জমীন এর মধ্যকার ভিন্ন কথায় আল্লাহ যাই সৃষ্টি করেছেন তার একচ্ছত্র মালিকানা যে আল্লাহর, এর উপর আর করুরই যে কোন কর্তৃত্ব ও আইন জারির অধিকার নেই তা বুঝান হয়েছে। وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ বলে আয়াতটি শেষ করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে একমাত্র তিনিই সব কিছুরই উপর ক্ষমতাশীল। কাজেই যেমন নেই আকাশ রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানে মানুষের কোন ক্ষমতা, তেমন নেই এই পৃথিবীর রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে মানুষের কোন অধিকার। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে আইন তৈরী করার অধিকার যদি কেউ দাবী করে এবং এই দাবী যারা সমর্থন করে তারা আল্লাহর অধিকারে অন্যকে অংশীদার মানার কারণে মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। অথচ তা তারা টের পাবে না। আল্লাহকে বিশ্বাস করেও যে মানুষ মুশরিক থেকে যায় তা আল্লাহ সূরা ইউসূফের ১০৬ নং আয়াতে বলছেন وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ আর তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি এমন অবস্থায় ঈমান আনে যে তারা প্রকৃত পক্ষে মুশরিকই থেকে যায়"। আজ

www.pathagar.com

সারা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সূরা ইউসূফের উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কথাগুলি কাটায় কাটায় সত্য বলে প্রমানিত হচ্ছে। আমরা একদিকে কলেমা পড়ছি,কালেমার জিকির করছি, নামাজ রোজা সবই যথাযথভাবে আদায় করছি আবার অন্যদিকে পৃথিবীর রাজত্ব চালনার জন্যে আইন তৈরী করার যে অধিকার একমাত্র আল্লাহর তাতে অন্যকে শরীক বানাচ্ছি। আমরা নামাজ রোজা করে হজ্জ করে যাকাত দিয়ে এবং পাক্কা মুসলমান সেজেও আইন তৈরীর অধিকার অন্যকে দিয়ে মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কাজেই আমাদের উচিত যদি সত্যই আমরা আল্লাহকে এবং পরকালকে মানি তাহলে যেন আমরা অমান্যকারী না হয়ে যাই সেদিকে গভীরভাবে চিন্তা করে সাবধান হয়ে যাই এবং যেন মুশরিক না হয়ে পড়ি।

২নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

২ নং আয়াত থেকে এ সূরার শেষ পর্যন্ত যত কথা বলা হয়েছে তা প্রথম আয়াতেরই ব্যাখ্যা বলাচলে এবার আসুন আমরা প্রথম আয়াতের সঙ্গে পরবর্তী আয়াতগুলোর মিল বা যোগ সূত্র খুজে বের করি। এবং পরবর্তী কথাগুলোকে সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা করি।

[আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, যারাই এ সূরার ব্যাখ্যা করেন তারা যেন কোন এক অদৃশ্য ভূতের ভয়ে ব্যাখ্যাটা এমন ভাষায় করেন মূল কথাটা অস্পষ্ট থেকে যায়। কিন্তু যা হক বা যা দিনের আলোর মত সত্য, তা বলে যদি রাসূল (সাঃ) এর ন্যায় মারধরও খেতে হয় তবুও তো হক কথাটা বলা উচিৎ এজন্য কে কি বলবে বা মনে করবে বা তার পরিণতি কি হবে। এসব চিন্তা করলে তো আল্লাহর প্রতি পুরাপুরি তায়াক্কুল প্রমাণ হয় না। তাই আমি এ সূরার যে আয়াত থেকে যা বুঝি তা এক চুল পরিমাণও পাশ কাটান কথা বলে কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাই না। এখন সবাইকে অনুরোধ করব, প্রথম আয়াতের সঙ্গে পরবর্তী আয়াতগুলির যোগ সূত্রগুলি এক এক করে দেখতে থাকুন এবং তা বুঝার জন্যে আল্লাহর দেয়া বিবেককে ব্যবহার করুন।] এর পরবর্তী কথা হচ্ছে-

www.pathagar.com

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ যিনি মওত ও হায়াতকে সৃষ্টি করেছেন এখানে প্রশ্ন, যিনি মওত ও হায়াতকে সৃষ্টি করেছেন কথাটার সঙ্গে পূর্বের কথার যোগসূত্র কি ? যোগসূত্র হচ্ছে এই যে আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্যে রাসূল (সাঃ) যেভাবে চেষ্টা করেছিলেন ঐভাবে চেষ্টা করতে গেলেই মরার ভয় ও বাঁচার লোভে মানুষের মন তাকে বাধা দিবেই। এই জন্যে আল্লাহ বলছেন হায়াত মওত তো আমিই সৃষ্টি করেছি, যার হায়াত যতদিন আছে ততদিন, নমরুদ ফেরাউন শাদ্দাদ ইত্যাদির ভূমিকায় যারা রয়েছে তাদের কারুরই সাধ্য নেই আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাকে মেরে ফেলবে। এরপরই আল্লাহ বলেছেন " এরই মাধ্যমে আমি পরীক্ষা করব যে কে তোমাদের মধ্যে সব চাইতে ভাল আমল করে" এর দ্বারা বুঝা গেল (আল্লাহর ভাষায়) সবচাইতে ভাল আমল হচ্ছে মরার ভয় ও বাঁচার লোভ ত্যাগ করে আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর আইনের রাজত্ব কায়েমের জন্যে জিহাদে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। আর এ ব্যাপারে সমাজের সব চাইতে বুদ্ধিমান লোকগুলিও এমন বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন বলে আমার চিন্তায় ধরা পড়ে যা বলতেও আমার লজ্জাবোধ করে। কিন্তু তবুও তা বলবো নিজের ভাষায় নয়, আল্লাহর ভাষায়। এবার লক্ষ্য করুন। এ আয়াতের শেষ কথাটা বলা হয়েছে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ এবং তিনিই হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী বা মহাশক্তিধর এবং ক্ষমাশীল। এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন কায়েম করতে গেলে যে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ যিনি عَزِيْز তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন কাজেই ভয়ের কোন কারণই থাকতে পারে না। এরপর غَفُوْر শব্দকে তার পরই আনা হয়েছে এইটা বুঝানোর জন্যে যে যারাই আল্লাহর কথাকে আল্লাহর কথা হিসাবে সঠিক মর্যদা দেবে এবং সেই মুতাবিক কাজ করবে আল্লাহ শুধু তাদের জন্যেই غَفُوْر অর্থাৎ তাদেরই বিগত জীবনের যাবতীয় গোনাহ মাফ করবেন। আর ২ নং আয়াতে অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন আল্লাহ্ তাঁর নিজের ভাষায় বলেছেন সব চাইতে আমরা যেটাকে বা যেগুলোকে ভাল আমল মনে করি সেইটাই ভাল আমল নয়, বরং সব চাইতে ভাল আমল হলো আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর আইন

www.pathagar.com

কায়েম করার জন্যে মরার ভয় ও বাঁচার লোভ ত্যাগ করে জিহাদী কাফেলায় শরীক হয়ে যাওয়া। এ কথাটা যে কত যুক্তিযুক্ত তা বুঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

উদাহরণ এত সহজভাবে পেশ করতে চাই যেন ২য় শ্রেণীর একটা ৬/৭ বছরের বালকের জন্যেও বুঝতে অসুবিধা না হয়। যেমন কোন প্রাইমারী স্কুলের ২য় শ্রেণীতে গিয়ে আপনি ছাত্র ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী কে? তারা বলবে খালেদা জিয়া' এরপর তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন যে তোমরা বলতো বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার কর্তৃত্ব চলবে না কি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রি জ্যোতি বসুর? তারা বলবে এক বিন্দুপরিমান কর্তৃত্বও এখানে অন্যের চলতে পারে না, তাদের কাছে অর্থাৎ ৬/৭ বছরের ছাত্রছাত্রীদের নিকট আবার জিজ্ঞাসা করুন, যে যে বাড়ীটা তোমাদের, সেই বাড়ীর উপর কি অন্য কারো কর্তৃত্ব চলবে ? তারা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বলে ফেলবে আমাদের বাড়ীর উপর অন্যের কর্তৃত্ব চলবে ? তা চলতেই পারে না। ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েরাও যে সহজ কথাটা বোঝে তা আমরা বড় বড় শিক্ষিত লোকেরাও কেন বুঝব না ? যে বাড়ীর মালিক আল্লাহ সে বাড়ীতে কিভাবে অন্যের কর্তৃত্ব চলতে পারে ? এতটুকু সহজ সরল সাধারণ কথাটাও কি আমাদের মাথায় ঢুকবে না ? আশা করি এতদিন না ঢুকলেও এখন মনে করিয়ে দেয়াতে হয়ত এ ব্যাপারে আমরা আর অন্ধ থাকব না।

৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ

প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা পেতে হলে তার পূর্বের কথার সঙ্গে পরবর্তী কথার একটা যুক্তিগ্রাহ্য যোগ সূত্র খুজে বের করতে হবে। তাই দেখতে হবে ৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন কি এবং এর সঙ্গে পূর্বের কথার মিল কোথায়। দেখুন পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا যিনি সৃষ্টি করেছেন সাতটি আসমানকে স্তরে স্তরে। مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ তোমরা দয়ালু আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি পাবে না।

প্রশ্নঃ এখানে এ কথাটা বলার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজনটা বর্তমানেও যেমন দেখছি অতীতেও তেমন ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তা হচ্ছে

www.pathagar.com

এই যে আল্লাহর আইন মুতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনার দাবী উঠলেই বলা হয় মৌলভীদের হাতে রাষ্ট্র চালাতে দিলে ওরা একেবারেই সমাজকে লন্ড ভন্ড করে দেবে। সব ম্যাসাকার হয়ে যাবে, শয়তানরা বলা শুরু করবে ওরা কি পারে রাষ্ট্র চালাতে ? এর জবাব অবশ্যই আল্লাহকে দিতে হবে। তাই আল্লাহ কিছু সহজ সরল যুক্তির মাধ্যমে এর জবাব দিচ্ছেন তোমরা যে মনে কর আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র চালাতে গেলে সব তছনছ বা লন্ডভন্ড হয়ে যাবে এর প্রমাণ তোমরা কোত্থেকে পেলে। তোমরা দেখনা যে আল্লাহ সাত স্তবক আসমান সৃষ্টি করেছেন আর তা করেছেন কত বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় যার মধ্যে তোমরা কোন দিনও কোন ব্যতিক্রমধর্মী কোন কিছু দেখতে পাবে না, এসব দেখার পরও কি করে ভাবতে পার যে আল্লাহর আইনে দেশ চলবে না, অথচ তোমরাই স্বীকার কর যে মানবকূলের মধ্যে সব চাইতে দাবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) আর যিনি কুল মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা তিনি কত দামী যা ভাষা দিয়ে বুঝানোর মত সাধ্য কারুর মধ্যেই থাকতে পারে না। আর যে আল্লাহ আকাশ রাজ্যের শৃংখলা রক্ষায় সক্ষম তিনিই কি অক্ষম হবেন পৃথিবীর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে আইন দিতে ? এরপরই আল্লাহ বলছেন فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ অতঃপর লক্ষ্যকর (আল্লাহর সৃষ্টির দিকে) কোন টোটা ফাটা কিছু দেখতে পাচ্ছ কি ? কিংবা কোন ফাটল দেখতে পাচ্ছ কি ? অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছুই পাবেনা যা অবিজ্ঞোচিত। এখানে আল্লাহ فُطُوْرٌ مَنَاكِبَ শব্দ থেকে যার অর্থ ফেটে যাওয়া বা ফাটল, আর فُطُوْر এর অর্থ হবে ফাটা, এখানে লক্ষণীয় যে কেন আল্লাহ বল্লেন আমার সৃষ্টির মধ্যে কোন ফাটল পাবে না, এর ২ প্রকার অর্থ হতে পারে যথা-

(১) আল্লাহর সৃষ্টিতে এমন কিছু পাবে না যা বিজ্ঞান সম্মত নয় এবং যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণও ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যাবে বা কোন প্রকার অসঙ্গতিপূর্ণ কোন কিছু পাওয়া যাবে।

(২) এর অর্থ এটাও হতেপারে যে, আল্লাহর সৃষ্টিতে আমাদের চোখে কিছু ফাঁকা জায়গা দেখি যেমন বাতাসের মধ্যে ডুবে রয়েছি কিন্তু সে বাতাস

www.pathagar.com

আমরা কখনও চোখে দেখিনা। আবার বাতাসের মধ্যে রয়েছে বহু প্রকার গ্যাসীয় পদার্থ, তাও আমরা দেখি না। এই বাতাস নাই এমন স্থান দিয়ে আমরা চলা ফেরা করি না। এরদ্বারা বুঝা গেল পৃথিবীর যে অংশে আমরা বাস করি এবং যে অংশের সাথে আমরা পরিচিত তার মধ্যে এমন স্থান নেই কোন না কোন কিছু দিয়ে পূর্ণ করা নাই। হয়ত সেখানে কোন বস্তু আছে, নইলে বায়ূ আছে নইলে পানি আছে এভাবে দেখলে দেখা যাবে কিছু না কিছু আছেই।

এরপর প্রশ্ন , উপরে তো এমনও জায়গা আছে যেখানে বায়ু নাই, মধ্যাকর্ষণ নাই। সেখানে আল্লাহ কি দিয়ে পুরণ করেছেন ? সেটা তো আমরা শূণ্য স্থানই দেখি, কিন্তু আসলে সে স্থানও কিছু না কিছু দিয়ে আল্লাহ পূর্ণ করে রেখেছেন। যার কারণে চাঁদ পর্যন্ত পৌছতে এমনও জায়গায় অবস্থান করা লাগে যেখানে নেই পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ আর নাই বায়ূ মন্ডলী, কাজেই কৃত্তিম অক্সিজেন না নিয়ে চাঁদে যাওয়া যায় না। কিন্তু সেখানে যদিও বায়ূ নেই তবুও ইথার আছে যে ইথারের মাধ্যমে আমাদের কান পর্যন্ত পৌছে যায় চাঁদের উপর দিয়ে হাটার সময় পায়ের আওয়াজটাও । এ ছাড়াও ভয়েজার ২ চাঁদ থেকে বহু বহু গুন দূরে চলে গিয়েও ইথারের মাধ্যমে সংবাদ ও ছবি পাঠাতে সক্ষম হচ্ছে। এদ্বারা বুঝা গেল ইথার দিয়ে এই মহা ফাঁকাকে আল্লাহ এমনভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, এই সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কিছু না থাকলেও ইথার আছে। এই জন্যই খুলনার কলারোয়া থানার (বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার অর্ন্তভূক্ত) হামিদপুরের মরহুম মাওলানা ময়েজুদ্দিন হামিদি সাহেব বলেছেন এই فُطُوْر ফতুর শব্দ থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা ইথার শব্দ তৈরী করে নিয়েছেন।

এসব বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা করে আল্লাহ তার বান্দাদের বুঝাচ্ছেন যে, যে আল্লাহ এতসব কিছু করতে পারেন সেই আল্লাহ কি পারবেন না দুনিয়ার মানব সমাজের জন্যে এমন একটা নির্ভূল সংবিধান দিতে যা কিয়ামত পর্যন্ত কোন সংধোনি আনতে হবে না? এ যুক্তিটাকে আরো জোরালোভাবে বুঝানোর জন্যে আল্লাহ এর পরবর্তী আয়াতে বলছেন।

www.pathagar.com

৪নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এখানে ঐ একই বিষয়ের উপর আবারো বলছেন-

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ - حَسِيْرٌ

অর্থাৎ তুমি দয়ালু আল্লাহর সৃষ্টির দিকে পুনরায় বা বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখবে তোমার বুদ্ধি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আবার তোমার কাছে আসবে, তুমি আল্লাহর মহাবিজ্ঞান সম্মত সৃষ্টির মধ্যে কোনই ব্যতিক্রম ধর্মী কিছুই খুঁজে পাবে না, এমন কি তোমার সাধ্য নেই যে তুমি আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে কিছু বুঝে কূল পাবে। আর আসলেই আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বুঝে কূল পাওয়ার কথাও না। যেমন ধরুন মাত্র ১টাই উদাহরণ দেই। দেখুন একই স্থানে একটা খেজুর গাছ আর তারই পাশে একটা নিম গাছ। দুটো গাছের শিকড় মাটির মধ্যে জড়াজড়ি করে রয়েছে তারা একই স্থান থেকে (মাটির ভিতর থেকে) একই রস শিকড় দিয়ে চুষে নিচ্ছে। মাটির একই রস খেজুর গাছের মাথায় উঠে আল্লাহর তৈরী এক অদৃশ্য কারখানায় গিয়ে মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আর সেই একই মাটির রস গাছের মাথায় যেয়ে তিতো হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনই একই মাটির রস চুসে নিয়ে আল্লাহর গাছ নামক লাখো কারখানায় গিয়ে লাখো প্রকার গুণবিশিষ্ট ফল–ফলাদি উৎপন্ন হয়ে বেরুচ্ছে। যা আমরা খেয়ে ও বিভিন্ন প্রকার কাজে ব্যবহার করছি এবং যা আমাদের তথা সমগ্র জীবকূলের বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন হয়ে রয়েছে এভাবে যদি আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ -- وَهُوَ حَسِيْرٌ। আমাদের দৃষ্টি অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে, আমরা আল্লাহর বিজ্ঞোচিত সৃষ্টির কিছুই বুঝে কূল পাব না। যে গাছ নিয়ে কথা তুলেছিলাম সেই গাছের কথাই চিন্তা করুন যে কিভাবে আল্লাহ প্রত্যেকটি গাছের প্রত্যেকটি পাতার মধ্যে এমন এক অদৃশ্য কারখানা তৈরী করে রেখেছেন। যা কোন জ্বালানী এবং তেল মোবিল ছাড়াই ২৪ ঘন্টা বিরামহীনভাবে চালু থেকে আমাদেরকে ফ্রেস অক্সিজেন তৈরী করে দিচ্ছে। যা নাক দিয়ে আমরা সেবন করি প্রতি মিনিটে অন্ততঃ ১৫/১৬ বার

www.pathagar.com

এবং প্রতি বছরে প্রায় ৯০ লক্ষবার যা বিহনে আমরা বাঁচতে পারি না,তা কার সৃষ্টি ? বায়ূর পরে আর যেটা সেবন করি তা হচ্ছে পানি। আসুন এবার পানির ব্যাপারে একটু চিন্তা করি। যে চিন্তা গবেষণা (পানির ব্যাপারে) করতে বলেছেন আল্লাহ্ সূরা ওয়াকেয়ার মধ্যে।

তোমরা কি পানির প্রতি চিন্তা গবেষণা করে দেখেছ যে পানি তোমরা পান কর। সে পানি আমার ন্যায় মেঘ তৈরী করে তোমরা সৃষ্টি করে নিতে পার ? নাকি আমি করি ? এই পানির বিষয়ে আসুন একটু চিন্তা করে দেখি, আমরা দেখছি নোনা পানির ভেতর থেকে আবহমান কাল ধরে মিঠে পানি বাষ্পাকারে উঠছেই, তবুও গোটা পৃথিবীর যে নোনা পানির অংশ চিরকালই ৯৭% আছে আর প্রানির ব্যবহার যোগ্য পানির অংশ চিরকালই ৩% আছে। এটা কি আমরা চিন্তা করে ধরতে পারবো যে বায়ূ কেন গরম হলে সম্প্রসারিত হয় এবং তা জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা পায়।

আর সেই গরম বায়ু পানিকে কিভাবে বয়ে নিয়ে উপরে উঠে যায় এবং কিভাবে ঐ বায়ুকে আল্লাহ উপরে নিয়ে ঠান্ডা করেন আর বায়ূ সংকুচিত হয়ে জলীয় বাষ্প ছেড়ে দেয় তার থেকে হয় ঘণ কুয়াশা যেটাকে আমরা নিচু থেকে বলি মেঘ ওটা কিন্তু আসলে উপরে সৃষ্ট ঘন কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিভাবে আল্লাহ বায়ুকে ক্রমান্বয়ে বেশী ঠান্ডা করছেন আর কুয়াশার পানির কণাগুলি একত্রে মিশে যখনই একটা ফোটায় পরিণত হয় তখনই মধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে নিচে টেনে নিয়ে আসে। আল্লাহ বলেন, لَوْنَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا আমি ইচ্ছা করলে নোনা পানিও বর্ষাতে পারতাম কিন্তু ক্ষতি হবে বলে তা করি না তবুও তো তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর না? (এ বিষয়ে আমার অন্য বইয়ে যেহেতু আলোচনা করেছি তাই এখানে আর পুনরায় আলোচনায় যাচ্ছিনা) বলুন! আল্লাহর এই সব সৃষ্টি কৌশল কি আমাদের মাথায় কখনও ধরা পড়বে? এই জন্যে এক কথায় আল্লাহ বলেছিলেন "তোমার জ্ঞান বুদ্ধি ক্লান্ত হয়ে আবার তোমার নিকট ফিরে আসবে তুমি কিছুই বুঝে কূল পাবেনা। এ সব কথা বলার কারণ হল মানুষকে এটা বুঝান যে আল্লাহ এতসব কিছু পারেন আর তিনি কি পারে না তোমাদের জন্যে একটা নির্ভূল বিজ্ঞান সম্মত জীবন ব্যবস্থা দিতে। তিনি তা

www.pathagar.com

অবশ্যই পারেন যা দুনিয়ার একটা বিরাট জনগোষ্টী স্বীকার করি, তবে দীর্ঘদিন ইংরেজদের শাসনে থেকে এসব ব্যাপারে চিন্তা করার নার্ভগুলি প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেছে। সেই নার্ভগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে আল-কুরআনের যে ঔষধ গিলাফ বন্দি অবস্থায় ছিল সেইটাকেই আমি গিলাফ মুক্ত করতে চাই। যে এই বিষয়ের চিন্তার নার্ভগুলি আবার সতেজ হয়ে ওঠে।

৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এ আয়াতে আল্লাহ একই বিষয়কে বুঝানোর জন্যে তুলে ধরেছেন আরেকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য যেটাকে আমরা মহাকাশ বিজ্ঞানের একটা অংশ হিসাবে ধরে নিতে পারি। এখানে বলা হয়েছে وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ। আর অবশ্যই আমি দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশকে জ্যোতিষ্ক মন্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং শয়তানদের জন্যে পাথর নিক্ষেপের ব্যবস্থা করেছি।" এর মধ্যে আল্লাহ দেখাতে চাচ্ছেন যে আল্লাহর আইন তোমাদের রাষ্ট্রীয় বা সমাজ জীবনের যথার্থ এবং একমাত্র সঠিক বলে মানতে চাচ্ছেন না। সেই আল্লাহর সৃষ্টি আকাশের নক্ষত্র মন্ডলীর দিকে একটু নজর করে দেখ যে কত তারকা আল্লাহ আকাশে সৃষ্টি করে রেখেছেন যার প্রত্যেকটি এক একটা সূর্য। এর সংখ্যা আজও পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না যা আমাদের এই পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশের নিচে রয়েছে। এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দিচ্ছি, সম্ভবতঃ আপনাদের মনে আছে যে এ্যাপোলো ১১ চাঁদ থেকে ফিরে আসার পর খবরের কাগজে একটা হিসেবে বেরিয়েছিল যে আমাদের সূর্যের চাইতে নিকটবর্তী যে নক্ষত্র তার দূরত্ব এত বেশী যে, যে রকেট সেকেন্ডে ৮ মাইল গতি বেগে একটা না ৮০ ঘন্টা চলে চাঁদে গিয়েছিল ঐ গতিবেগে যদি একটা রকেট ২০ হাজার বছর চলতে থাকে তাহলে আমাদের সূর্যের সব চাইতে নিকবর্তী নক্ষত্রের আলোর জগত পর্যন্ত পৌছতে পারবে সেখান থেকে আমাদের সূর্যকে দেখা যাবে, একটা তারকার মত আর এই সূর্যের সব চাইতে নিকটবর্তী তারকাটাকে দেখা যাবে একটা সূর্যের মত। আর এই ধরণের সূর্য (যাকে আমরা বলি তারকা) তার সংখ্যা বৈজ্ঞানিকেরা বলেছে ১ এরপর ২০ টা শূণ্য দিলে যে সংখ্যা হয় ততগুলি এ পর্যন্ত গোনা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়েছে। এ ছাড়াও যে কত কোটি কোটি তারকা আছে যাকে আল্লাহ বলেছেন। مَصَابِيْح এর সংখ্যা সাধ্য কি মানুষের যে গুণে তার একটা সঠিক সংখ্যা দিতে পারে। এরপরও বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে যদি প্রতি ১০টা নক্ষত্রের মধ্যে ১টারও অবস্থা আমাদের সূর্যের মত হয় যার কয়েকটা করে গ্রহ উপগ্রহ আছে তাহলে কম করে হলেও ১ এরপর ১৯টা শূন্য দিলে যে সংখ্যা হবে ততগুলো সূর্যের গ্রহ উপগ্রহ থাকলে আমাদের পৃথিবীর মত এই ধরণের কোটি কোটি পৃথিবীও থাকতে পারে। এবং একটার থেকে অন্যটার দূরত্ব কত বেশী তাতো শুনলেনই। এই সঙ্গে আল্লাহ এটাও বল্লেন যে শয়তানকে আল্লাহ যে রজুম নিক্ষেপ করেন ঐটাকে আমরা বলি উল্কাপাতঃ সেটার কথা ১৪ পারায় সূরা আল–হিজরের মধ্যে বলেছেন।

আমি তা এমন ভাবে হেফাজত করি যেন তোমাদের মাথার উপর তা না পড়ে। এসব উল্কাপাত কোথায় তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন কানাডার উত্তর পূর্ব এলাকার বরফে ঢাকা হিমমন্ডলের যেখানে কোন প্রাণী বাস করেনা। সেখানে গিয়ে ঐ উল্কাগুলো প্রায় বৃষ্টির মত পড়ার তালেই রয়েছে। এর মাধ্যমেও আল্লাহ বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তোমাদের রাষ্ট্র চালান আইন কানুন দিতে সক্ষম। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ কত ধৈর্য্যশীল যে তিনি তার অবাধ্য বান্দাদের বুঝানোর জন্যে ধর্য্যের সঙ্গে আল্লাহ কত যুক্তির অবতারণা করলেন এর পর এই একই আয়াতের মধ্যে বল্লেন এত কিছু বলার পরও যারা একথাগুলি মানবেনা তারা শয়তান তারা কাফের। তাদের জন্য রয়েছে দোজখের কঠিন আজাব। এতকরে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বুঝানোর পরও যদি কেউ রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন কায়েম হতে দেয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি হওয়াটাই ন্যায় বিচারের দাবী। একারণেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলছেন-

৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এতসব কথা বলার পরেও যারা সাবধান হবেনা তাদের পরিণতির কথা। যথাঃ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

(অর্থাৎ এত সুন্দর বুদ্ধি গ্রাহ্য যুক্তি শোনার পর যারা)

www.pathagar.com

কুফরী নীতি অবলম্বন করে চলবে অর্থাৎ আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন মেনে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করার পরিবর্তে কুফরীর নীতি অবলম্বন করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চরম শাস্তি। এরপরও সাবধান করার ভাষায় বলছেন যে জাহান্নামের শাস্তিকে নিজেদের জন্যে পাওনা করো না। আর একান্তই যদি জাহান্নামের শাস্তিকে তোমরা বরণ করে বেপরোয়া জীবন যাপন করতে থাক তাহলে অবস্থা কি হবে তা পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বিশেষ ভাবে আরো বিশ্লেষন করে বলেছেন যেন বান্দারা সময় থাকতে হুশিয়ার হতে পারে। আল্লাহ লাখো প্রসংসা তোমার যে তুমি ধৈর্য্যশীল, তোমার বান্দাদের শাস্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কত সহানুভূতিশীল, তোমার বান্দাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে কত ভাবে হুশিয়ার করে দিচ্ছো।

৭ ও ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ

৭ এবং ৮ নং আয়াতে একই বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ -- اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا عَلٰى كُلِّ অর্থাৎ আল্লাহ যে شَيْئٍ قَدِيْرٌ তার পুরা ব্যাখ্যা শোনার পরও যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করার কথা অস্বীকার করে অর্থাৎ তাদের ইনিয়ে বিনিয়ে এত বুঝানোর পরও যেহেতু তারা আল্লাহর আইন মেনে নেয়ার পরিবর্তে তাগুত বা আল্লাহদ্রোহীদের তৈরী আইন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে মেনে চলে তাই তাদেরকে যখন এক এক দল করে জাহান্নামের মধ্যে ফেলা হবে তখন তারা জাহান্নামের তর্জন গর্জন শুনতে পাবে। تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ অর্থাৎ জাহান্নাম যেন তাদের (আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজ কায়েম করতে অস্বীকার কারীদের) পেয়ে রাগে ফেটে পড়বে। তখন এই জাহান্নামীরা একেতো আগুনে পুড়বে আর এমন তর্জন গর্জন জাহান্নামের ভীষণ রাগান্বিত ভাব দেখে শাস্তির উপর শাস্তি এবং অধিক শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে। জাহান্নামের রাগের কারণ হবে এই যে এই কি সেই সব হতভাগার দল যাদেরকে এত বুঝানোর পরও তাদের মাথায় ঢুকলনা এবং বুঝেও না বুঝার ভান করল, যে আল্লাহ যখন একটা পূর্ণাঙ্গ ও নিখুত জীবন ব্যবস্থা দিয়ে দিয়েছেন যার মধ্যে কোন দিক থেকেই কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। আর তা যদি রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে মেনে না নেওয়া যায়, তাহলে সাধারণ জনগণ ইচ্ছা

www.pathagar.com

করলেও তারা পুরাপুরি ইসলামী বিধান মেনে চলতে পারবে না। সমাজ জীবনে তাদের কোন দিক থেকেই নিরাপত্তা থাকবে না যেমন উদাহরণ স্বরুপ মাত্র একটা কথা বলি আল্লাহ আইন করে দিলেন, চুরি করলে তার হাত কেটে দাও।

এই আইন কায়েম হওয়ার পর মাত্র একটা মহিলার একটা হাত কাটার পর সাড়ে ১৩ লক্ষ বর্গমাইল এলাকার একটা দেশে ৪২ বছরের মধ্যে আর একটা চুরিও হয়নি। আর মানুষের তৈরী আইনে চোরদের জেলে দিয়ে প্রকৃত পক্ষে তাদের শাস্তি দেয়া হয় না। বরং হয় সরকারী খরচে তাদের ডাকাতির ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা। তারা জেলখানার বড় বড় ডাকাতদের কাছ থেকে জেলের মেয়াদ কাল পর্যন্ত ডাকাতির ট্রেনিং নিয়ে বেরিয়ে আসে। পরে আর চুরি করে না, করে ডাকাতি যা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এ সব তাদের আল্লাহর কথা দিয়ে বুঝানোর পরও যেহেতু মানেনি তাই তাদের উপর দোজখের এতরাগ। এরপর এই একই আয়াতের শেষের দিকে বলা হয়েছে যে দোজখের ফেরেস্তারা এই সব হতভাগা জাহান্নামী মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করবে اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী যায়নি তারা কি তোমাদের বুঝায়নি, تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ?

৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

তখন তারা জবাবে বলবে قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ হাঁ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল এবং আমাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে ছিল। এখন চিন্তার বিষয় এই সতর্ককারীগণ কাদেরকে সতর্ক করেছিল যারা বলবে যে হাঁ আমাদের নিকট সূরা আল মূলক সহ অন্যান্য সূরার অর্থ শোনান হয়েছিল ? এ কথা কি ইহুদিরা বলবে নাকি নাসারারা বলবে নাকি হিন্দুরা বলবে নাকি মুসলমানরা বলবে ? এ কথা শুধু মুসলমানরাই বলবে যে হাঁ, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু একথা বলবে কখন ? বলবে জাহান্নামে গিয়ে। তখন স্বীকার তো করবেই কিন্তু সেই স্বীকারে কি আর কোন লাভ হবে ? এরপর দোজখের ফেরেস্তাগণ জিজ্ঞাসা করবে তোমরা সেই সতর্ককারীকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলে, তার জবাবে এই মুসলমান

www.pathagar.com

দোজখীরাই বলবে فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ তাদের একথা আমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করে ছিলাম আর বলেছিলাম আল্লাহ এ সব কিছু নাযিল করেননি। তারা ধারণা করত আল্লাহর ইবাদত বান্দেগীর জন্য শুধু ওজিফা, মুরাকাবা মুশাহিদার কথা বলবেন, তিনি কোন রাজনীতির কথা বলবেন এটা তারা মানত না। আর তাদের না মানার পিছনে কারন ছিল তিনটে। যথা

১। কায়েমী স্বার্থবাদী আলেম, পীর সূফী দরবেশ বেশধারী কিছু অজ্ঞ সুফীগণ তাদেরকে বুঝিয়েছিল যে ইসলামে কোন রাজনীতি নেই। আর তারা এই কথাই বুঝে নিয়েছিল যে সত্যই বোধ হয় ইসলাম রাজনীতি মুক্ত একটা ধর্মমাত্র।

২। যারাই রাজ ক্ষমতায় থাকে তারা বিভিন্ন পন্থায় চেষ্টা করে মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে এবং একথা বুঝায় যে যেসব মুফাচ্ছিরে কুরআন রাজনীতির কথা বলে তারা বিভ্রান্ত।

৩। যারা বহু অর্থের মালিক তারাও ঐ কথা বুঝায় । কারণ এই ৩ শ্রেনীর লোকই বোঝে যে আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র চল্লে তাদের ৩ শ্রেনীরই হবে ভরাডুবি। তারা সেই সব আলেমকে বিভ্রান্ত আলেম হিসাবে চিহ্নিত করতে চায় যারা আল কুরআনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল–মুলকের বিষয়টাকে পাশ কাটিয়ে যায় না। বরং তারা যা সঠিক তাই বলে কিন্তু উপরন্ত ৩ শ্রেনীর লোক এক যোগে এই সব হাক্কানী আলেমদের গোমরাহ হিসেবে চিহ্নিত কাজে সর্বশক্তি ব্যবহার করার তালেই থাকে। তাদের কাজে কোন বিরাম নেই। তাই উক্ত ৩ শ্রেনীর একই ধরণের প্রচারণায় দেশের ২/১ জন বাদে প্রায় সবাই মনে করে যে যারাই ইসলামে রাজনীতির কথা বলে তারা বিভ্রান্ত।

এ কারণেই এই একই আয়াতের শেষ কথায় বলা হয়েছে اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ উপরোক্ত ৩ শ্রেনীর লোকের কথাকেই যারা সঠিক মনে করে তারা কিয়ামতের দিন বলবে, যারা আল–মুলকের ব্যাখ্যা আমাদের শুনিয়ে ছিল তাদেরকে আমরা এই কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম যে

www.pathagar.com

তোমরা اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ বড় ধরনের গোমরাহীর মধ্যে নিমর্জ্জিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন সবাই খুব ভালো করেই বুঝবে যে এ ৩ শ্রেনীর লোকের ভুল বুঝানোর কারণেই আজ আমাদের দোজখে আসতে হল।

এই সব মুসলমানদোজখীরা যারা হাক্কানী আলেমদের কথা ও ইসলামের রাজনীতির কথা এবং সূরা আল–মুলকের মূল তাৎপর্য মেনে নেয়নি তারা দোজখে গিয়ে আফসোস করে বলবে وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ যদি দুনিয়ায় থাকতে এ সব কথাগুলো মনের কান দিয়ে শুনতাম এবং যদি নিরপেক্ষ মননিয়ে বুঝতাম তাহলে مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ আজ আমরা দোজখের অধিবাসী হতাম না। কিন্তু দোজখে গিয়ে আফসোস করলে তাতে ফল পাওয়া যাবেনা বিন্দু মাত্রও। আমাদের এখনও সময় আছে যা ভুল করেছি তা স্বীকার করে এখনই ভুলটাকে সংশোধন করে নেয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর একটা মেহেরবাণীর কথা স্মরণ না করে পারছিনা যে মরহুম মাওঃ হাফেজী হুজুরকে আল্লাহ অত্যন্ত ভাল বাসতেন বলেই তার এ সম্পর্কীয় ভুল সংশোধনের জন্যে লম্বা হায়াত দিয়েছিলেন যেন তিনি জীবিত থেকেই তার ভুলটা সংশোধন করে নেন। তাই ৯৩ বছর বয়সে তিনি ঘোষণা দিলেন যে ইসলামে রাজনীতি নেই বলে আমি যে ফতোয়া দিয়েছিলাম তা ভুল ছিল আমার সেই ভুল সংশোধন ও তওবা করার জন্যেই এই বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতিতে নেমেছি।

তিনি তার শেষ বয়সে সে সূরা আল-মুলকের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং বিভ্রান্তদের ভুল সংশোধনের জন্য ইসলামে "রাজনীতি আছে" বলে যে ফতোয়াটা দিয়ে গিয়েছেন এজন্যে তাঁকে জানাই হাজারো বার ধন্যবাদ এবং আমরা সাবাই মিলে দোয়া করব যেন আল্লাহ তাকে মেহেরবাণী করে বেহেস্তের মধ্যেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেন আমীন।

www.pathagar.com

১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

এ আয়াতে বলা হয়েছে অতঃপর তারা তাদের একটা অপরাধের কথা স্বীকার করবে। এখানে লক্ষণীয় যে ذَنْبٌ এক বচন আর ذُنُوْبٌ বহু বচন কিন্তু এক বচন ذَنْبٌ অর্থাৎ একটি গোনাহ্ এখানে অবশ্য ذَنْبٌ এর অর্থ অনেকেই বহু বচনে ধরে নিয়েছেন যে বহু বচনে ধরে নেয়ারও যুক্তি রয়েছে আবার এক বচনে ধরলেও ধরা যায়। যদি একে বহু বচনে ধরি তাহলে এর অর্থ হবে রাসূল প্রদর্শিত পথ। এভাবে ধরলে এক বচনই বহু বচনের অর্থ দেয়। আর যদি একবচনে ধরি তাহলে এর অর্থ ভাব ইসলামের অন্যান্য সব আইন মানব কিন্তু মানব না শুধু ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইন। যদি এই অর্থ ধরি তাহলে এ সূরার প্রথম আয়াতের সঙ্গে এর যোগ সূত্রটা অধিকতর মজবুত হয়। তখন এ আয়াতের অর্থ হবে এই যে তারা দোজখে গিয়ে স্বীকার করবে যে ইসলামী খেলাফত অস্বীকার করে আমরা অন্যায় করে ফেলেছি এর শেষ কথা বলা হয়েছে দুরহ সব জাহান্নামীরা। এর অপর একটি অর্থও রয়েছে তা হচ্ছে আফসোস এই জাহান্নামীদের জন্যে যে এরা ইসলামের যে সব আইনের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের সম্পর্ক সেগুলি এরা ঠিকই মেনেছিল কিন্তু যে সব আইনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনের সম্পর্ক সেগুলি তারা মানেনি।

তাদের প্রতি রাগ বশতঃ ধিক্কারও বুঝায় তারা ভুলের জন্যে জাহান্নামী হল সেজন্যে তাদের আফসোস ও বুঝায় যে এরা আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র চলুক, তা তারা চায়নি এবং সেষ্টাও তারা করেনি। শুধু তাই নয়, আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্যে যারা চেষ্টা করতো তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না এবং তাদের গোমরাহ মনে করতো আল্লাহকে মেনে নেয়ার পরও যারা এরুপ করতো তাদের দোজখে যাওয়াটা সত্যই একটা আফসোসের ব্যাপার।

১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ

এখানে বলা হয়েছে তাদের কথা যারা গায়েবের উপর বিশ্বাস করে পুরাপুরি ইসলামী জীবন যাপন করেছে এবং গায়ের ইসলামী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর জন্যে প্রয়োজনে আন্দোলন করেছে, প্রয়োজনে জিহাদে লিপ্ত

www.pathagar.com

হয়েছে, প্রয়োজনে মার খেয়েছে, প্রয়োজনে জীবনটাও আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে, এদের জন্যে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বড় ধরণের মহা পুরষ্কার। এর মধ্যে ইঙ্গিতে এটাও বলা হয়েছে যে তোমরা এখন চিন্তা করে দেখ যে জাহান্নামের পথে চলবে ? নাকি বেহেস্তের অফুরন্ত নেয়ামত ও বড় ধরণের মহা পুরষ্কারের পথে চলবে।

১৩ ও১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এই দুই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, সূরা মুলক থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যা শুনলে তাতে তোমাদের মনের যে প্রতিক্রিয়া তা তোমরা প্রকাশ্যেই বল কিংবা তোমাদের মনের কথাকে গোপনেই বল আল্লাহ তা জানেন অর্থাৎ এ পর্যন্ত শোনার পর এক শ্রেনীর মুসলমানদের মনে এ কথার সৃষ্টি হতে পারে যে পীর সাহেব হুজুররা যা বলেন না, মরুব্বিরা যা বলেন না, তা অল্প কিছু আলেমের মুখদিয়ে শুনি, কিন্তু এখন মানব কোনটা ? এরপর শয়তান তার মনের মধ্যে ওয়াস ওয়াসা দেবেই যে খবরদার এ সব দুনিয়াদার আলেমদের কোন ব্যাখ্যা শুননা, এভাবে বিভিন্ন কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে সেই জন্যেই আল্লাহ বলেছেনঃ

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

তিনি কি তোমাদের মনের কথা টের পান না যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে মনকেও, যে মনে তুমি বিভিন্ন ধরণের চিন্তাকর। পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত সুক্ষ্যদর্শী। তাঁর চোখ এড়িয়ে কোন চিন্তাও করতে পারে না। তিনি প্রকাশ্যে ও গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্পূর্ন ওয়াকিফহাল। তিনি সবই জানেন। কাজেই কে কি বলে সে দিকে চিন্তা না করে দেখ খোদ আল্লাহ কি বলেন। আল্লাহর কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে গুরুত্ব দাও তাহলে আল্লাহরই মেহেরবাণীতে আল্লাহ সঠিক পথে নিয়ে আসবেন। আর কুরআনকে বাদ দিয়ে যারা কথা বলে তাদের কথা শুনে যদি বিভ্রান্ত হও তাহলে পরকালে নিস্তার নেই।

www.pathagar.com

১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

দয়ালু আল্লাহ যিনি দয়ার সাগর তিনি বান্দাদের আরো জোরাল যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়টার প্রতিও যদি লক্ষ্য কর তাহলে অবশ্যই তোমাদের জ্ঞান বলবে সে সর্ব ক্ষেত্রেই আল্লাহরই আইন মেনে চলা একান্ত উচিৎ যে, আল্লাহ প্রত্যেক দিক থেকে পৃথিবীকে মানব বা প্রাণী বসবাসের যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। অত্র আয়াতে বলা হল هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً তিনিই যিনি জমিনকে করেছেন তোমাদের অনুগত বা ذَلُوْلاً শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধ্য বা অনুগত এখানে পৃথিবী আমাদের বাধ্য বা অনুগত বলে কি বুঝান হচ্ছে তা গভীর ভাবে চিন্তা করে বুঝা দরকার। পৃথিবী কি আমাদের জন্যে এমন অনুগত যে পৃথিবীকে আমরা যে হুকুম করব পৃথিবী তা মানতে বাধ্য? আরবীতে ঐ সব জন্তুকে ذَلُوْلاً বলা হয় যাদের পিঠে আরোহি হয়ে কোথাও যাওয়া যায়।

শুধু তাই নয় মানুষ চলাফেরা করে তার মধ্যে এমন অনেক ঘোড়া গাধা আছে যাদের পিঠে উঠতে গেলে তারা ছোটাছুটি বা অবাধ্যতা প্রকাশ করতে থাকে, আর এমন কিছু ঘোড়া গাধা আছে যাদের পিঠে আরোহন করতে গেলে তারা এতটুকুও অবাধ্যতা প্রকাশ করেনা, তারা সহজেই আরোহীকে আরোহন করতে দেয় এবং আরোহী তাকে যেদিকে নিয়ে যায় সে দিকেই সে চলে, এই ধরণের অনুগত জন্তুকে বলা হয় ذَلُوْل ، ذَلُوْل তাই পৃথিবী আমাদের জন্যে ذَلُوْل বল্লে কি বুঝব ? এটাকে বুঝতে হবে এর পরবর্তি কথা থেকে এর পরবর্তি কথা হচ্ছে, فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا অতএব তোমরা চলাফেরা কর তার (পৃথিবীর) ঘাড়ে। ছওয়ার হয়ে যেখানে খুশী সেখানে। এখানে مَنَاكِبُ শব্দটি একবচনে مَنْكَبٌ এর অর্থ পৃথিবীর ঘাড় সমুহ হতে পারে না এর অর্থ হতে পারে পৃথিবীর বিভিন্ন পথে তার উপর দিয়ে চলা ফেরা করতে পার। এর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তথ্যটি

www.pathagar.com

রয়েছে তা হচ্ছে এই যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে মাধ্যকর্ষণ নামে এমন এক তীব্র আকর্ষণ শক্তি দিয়েছেন যে শক্তির কারণে পৃথিবীর যে কোন স্থানে গেলেই আমরা দেখতে পাই আমরা পৃথিবীর উপর দিয়েই চলছি। পৃথিবীর যে যেখানেই থাকুক না কেন, সে দেখবে পৃথিবী তার পায়ের নীচে রয়েছে। ঘোড়া যেমন তার ছওয়ারীকে নিয়ে যেখানে যাকনা কেন ছওয়ার ঘোড়ার পিঠের উপরই থাকে কখনও এরূপ হয়ে পড়ে না যে হঠাৎ করে তার পা টা উপর দিকে উঠে গেল আর পিঠটা নিচের দিকে পড়ে গেল ঠিক তেমনই মানুষ পৃথিবীর কাঁধের বা ঘাড়ের উপর দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে তার পা টা উপরে উঠে গেল আর মাথাটা নিচের দিকে হয়ে গেল এরূপ কখনও হবেনা।

অর্থাৎ পৃথিবীর যে যেখানেই আছে সেখান থেকে পৃথিবীর দিকটাই তার কাছে নিচুর দিক মনে হবে। যেমন দিন ১২টার সময় আমরা যেমন দেখি সূর্য আমাদের মাথার উপর রয়েছে ঠিক তেমনই আমেরিকায় আমাদের ঠিক বিপরীত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ থেকে রাত ১২টা সময় তারা সূর্যকে দেখবে তাদের মাথার উপর। অথচ বাংলাদেশ যেটাকে বলি নিচুর দিক, রাত বারটায় সূর্য আমাদের হিসেবে থাকবে পৃথিবী থেকে ততটা নিচেয় যতটা উপরে দেখি দিন ১২টায়। রাত বারটায় যদিও আমাদের হিসাবে সূর্যে পৃথিবীর গা থেকে ৯কোটি ৩০ লক্ষ্য মাইল নিচেয় থাকে কিন্তু মধ্যাকর্ষনের কারণে আমাদের ঐ নিচুটাকেই আমেরিকা থেকে তারা দেখে দিব্বি উচুর দিকে।

অতএব, যে আল্লাহ পৃথিবীকে এই ভাবে জীব বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই কি পারেন না তোমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটা নির্ভূল আইন দিতে ? পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা যে আল্লাহর আইনে সুষ্টুভাবে চলতে পারে তা প্রমাণ করার জন্যই এতসব যুক্তি আল্লাহ এই সূরা মুলকের মধ্যে বলেছেন যেন তাঁর বান্দারা রাষ্ট্রীয় আইন তৈরীর কাজটা নিজেরা হাতে নিয়ে নিজেরা আল্লাহর চাইতে বেশী বুদ্ধিমান হওয়ার দাবীদার না হয়ে পড়ে।

এরপর আবার যুক্তি। এর পরপরই আল্লাহ বলছেন-

وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

www.pathagar.com

আল্লাহ উপরে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে চলা ফেরার মত করে পৃথিবীকে সৃষ্টি করার কথা বলার পরপরই বলছেন যে পৃথিবীকে শুধু মাধ্যকর্ষণ দিয়ে তোমাদের চলা ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাই নয়, বরং এর মাটিকেও করে দিয়েছি তোমাদের জন্যে এমন অনুগত যে যে মাটি থেকে বেরচ্ছে বিভিন্ন ধরণের গাছ, পালা, ফসল, ধান, গম, তরিতরকারী। সবই ফলছে এই জমিনে আর তা খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, তাও কি মানুষ লক্ষ্য করে না, লক্ষ্য করে না যে কার খাই, আর কারগুন গাই। আবার কিয়ামতে সেই আল্লাহরই কাছে আমাদের ফিরে গিয়ে একত্রিত হতে হবে। এবং আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের হিসেব দিতে হবে এ সব জানার এবং বুঝার পরও কি আমরা মূলক আল্লাহর আইনে চলবে তা কি স্বীকার করব না ?

১৬ থেকে ১৮ আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এ তিনটি আয়াতে আল্লাহ ধমক দিয়ে বলছেন যে, তোমরা যে অবাধ্য হয়ে যাচ্ছ এতে কি তোমাদের দিলে ভয় হয় না যে তোমাদের উপরে জমিনি বালা আসমানী বালা পাথর বৃষ্টি ইত্যাদি নাযিল হবে না ? এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে কি নিরাপত্তার কোন আশ্বাস পেয়ে গেছে ? অপেক্ষা কর, যখন আল্লাহ পাকড়াও করবেন সে দিন বুঝতে পারবে যে সতর্ককারীদের কথা অমান্য করার সাজাটা কেমন। আর বিস্তারিত প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা, কারণ এ ব্যাপারে আমরা বিগত ইতিহাস থেকে যা জানি তাই যথেষ্ট মনে করি। আমাদের সামনে সৃষ্ট ইতিহাস রয়েছে নমরুদ ফেরাউন শাদ্দাদ, এবং আদ ও সামুদ জাতির। এই ইতিহাসই এ ৩টি আয়াতের মর্মার্থ বুঝার জন্যে যথেষ্ট মনে করি কারণ ১৮ নং আয়াতে আল্লাহই বলছেন পূর্ববর্তিদের কথা স্মরণ করতে।

১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এ আয়াতে আল্লাহ মাথার উপর পাখী উড়তে দেখার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা বুঝা তাদের জন্যেই সম্ভব যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। অন্যের জন্যে বুঝা অবশ্যই কষ্টকর।

www.pathagar.com

এতে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করি না। লক্ষ্য করুন এতক্ষন যা বলা হয়েছে তাতে পাখীর পাখা ঝাপটানোর সম্পর্কটা কী ? এর সম্পর্কটা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমাদের মাথায় যে ধরা পড়বে না তা নয়, তবে যারা যে কাজের কর্মি তাদের কাছে সে কাজের উপায় পন্থা ব্যাখ্যা করলে তাদের জন্য বুঝা যেমন সহজ হয় তেমন সহজ হয় না তাদের জন্যে যারা সে কাজের কর্মি নয়। এখানে বলা হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

তারা কি দেখে না বা লক্ষ্য করেনা তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পাখীগুলোর প্রতি। পাখা বিস্তার ও সংকোচনকারী। রহমান আল্লাহই তাদের শূন্যে স্থির রাখেন। তিনি সব বিষয়েই দেখেন।

এর থেকে বুঝতে হবে পাখীর উড়ার সময় বার বার পাখা ঝাপটান এবং পরে পাখা মেলে আকাশে স্থির থাকার ব্যবস্থা করা। যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজ কায়েমের কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে প্রথমের দিকে পাখা ঝপটানর মত একটু বাহু ঝাপটানো দরকার হবে। শুধু মুখের কথায় হবে না। তখন পাখীর ন্যায় অবস্থা হবে অর্থাৎ পাখাটাকে এমন ভাবে তৈরী করেছেন যেমন প্যারাশুটে বাতাস বেধে প্যারাসুটের আরোহীকে পড়ে যাওয়া থেকে বাতাসে ধরে রাখে ঠিক তেমনই পাখীরা পাখা মেল্লেই তার দুই ডানার মাঝে দুটো প্যারাসুট বেরিয়ে পড়ে এর পরও পাখার সামনের পাশের পরগুলো স্থাপন এমন যে একটু মাথাটা উচু হয়ে থাকে যাতে বাতাস বেধে পাখীটাকে ক্রমে উপরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

আল্লাহ পাখীর উদাহরণ দিয়ে বলছেন তোমরা যারা ইসলামকে বা আল্লাহর আইনকে রাষ্ট্রে কায়েম করতে চাইবে তাদেরকেও পাখীর ন্যায় নিচু থেকে উপরে উঠার সময় অর্থাৎ নিম্ন মানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে উচ্চমানের খোদায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উন্নত হওয়ার জন্যে প্রথমে কিছুটা হাত নাড়াচাড়া করা লাগবে তখন ডানায় বা হাতে ব্যাথাও অনুভব হতে পারে কিন্তু একবার যদি

www.pathagar.com

ইসলাম কায়েম করে ফেলতে পার দেখবে এই ইসলামী আইনের মধ্যেই এমন প্যারাসুট আল্লাহ ফিট করে দিয়েছেন পরে আর কোন কষ্ট নেই। কষ্ট শুধু উপরে উঠার সময়। এখানে চিন্তা করেত হবে আল্লাহ যাহাই বলেন তাহার মধ্যে রয়েছে আমাদের খুবই উচ্চমানের শিক্ষা যা শিখবার জন্যে আল্লাহ বার বার বলেছেন "ফাতাবরু ইয়া উলিল আলবাব"। অতপর বুদ্ধিমান লোকদের চিন্তা করে শিক্ষা লাভ করতে হবে। আর চিন্তা করলেই উক্ত শিক্ষাটা স্পষ্ট হয়ে আমাদের কাজের সামনে ভেসে উঠবে।

২০ নং আয়াতে বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন সৈন্য আছে কি যে তোমাদের সাহায্য করবে ? অর্থাৎ এ কাজ করতে গিয়ে আল্লাহর নবীকে যেমন বদর যুদ্ধে থেকে শুরু করে কত যুদ্ধে আল্লাহ ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ঠিক তেমনই সাহায্য আমাদেরকেও করবেন যদি আমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে বদর বা ওহুদের মাঠের মত কোন মাঠের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করি। কিন্তু কাফেররা এসব বোঝেন তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েই রয়েছে। যদি আল্লাহর মানুষ সৈন্যরা যাদেরকে আল্লাহ হিজবুল্লাহ বলেছেন তারা যদি মাঠে নামে তাহলে তারা এরূপ সাহায্য পাবে যেমন পেয়েছিলেন রাসূল (সাঃ) এর জামানায় মুসলমানের।

২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এখানে আল্লাহ বলছেন যে তিনি যিনি তোমাদের রিজিক দিচ্ছেন ? যদি তিনি রিজিক বন্ধ করে দেন তবে কে তোমাদের রুজী দেবে ? রুজি কিভাবে দিচ্ছেন এটাও যদি মানুষ চিন্তা করে তাহলেও বুঝতে পারে যে কোন এক মুর্হুত মানুষ আল্লাহর মেহেরবাণী ছাড়া বাঁচতে পারে না رِزْقٌ শব্দ থেকে ফার্সি উর্দুতে শুধু সেই রুজীই বুঝায় যে রুজী আমরা খেয়ে বাঁচি কিন্তু আরবীতে رِزْقٌ বল্লে জীবন বাঁচার জন্যে যত প্রকার উপকরণ দরকার তার সব কিছুকেই বুঝায়। কাজেই আরবী رِزْقٌ এর অর্থ বাংলায় এক কথায় বলতে হলে বলতে

www.pathagar.com

হবে জীবনোপরণ তাহলে এ আয়াতের রিজিকের মধ্যে শামিল রয়েছে মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য যত প্রকার উপায় উপাদান আছে তার সব কিছুই। এমনকি সন্তান ও রিজিকের মধ্যে শামিল। তাহলে আমাদের চিন্তা করে দেখার দরকার যে কি কি আমাদের বাঁচার জন্যে প্রয়োজন। আমাদের বাঁচার জন্যে প্রথমে প্রয়োজন বায়ূর এবং বায়ূর সঙ্গে অক্সিজেনের, এটা রিজকের মধ্যে শামিল। এরপর পানি, পরে অন্যান্য জীবনোপকরণ। এর মধ্যেপানিটা আমাদের এতবেশী দরকার যে পানির অপর নাম বলা হয় জীবন। যারা 'সৃষ্টি যার আইন তার' এ কথা মানতে চায় না তাদেররকে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন জিজ্ঞাসার ভাষায় যে কে এসব জীবনোকরণ দিচ্ছেন তা কি চিন্তা করে দেখ না ? যদি তা বন্ধ করে দেই তাহলে তোমাদের কি অবস্থা হবে তাকি চিন্তা করে দেখেছ ? এসব চিন্তা ভাবনা তো দূরের কথা বরং بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَّنُفُورٍ তারা অবাধ্যতায় এবং সত্য অস্বীকারের ব্যাপারে বেড়েই চলেছে। এই হল তাদের স্বভাব, কিন্তু এর কারণে পরকালে তাদের কিবা অবস্থা হবে তা তাদের চিন্তা করে দেখার জন্যে শয়তান তাদের মোটেই অবসর দিচ্ছেনা,তারা ভাবছে আল্লাহর জমিনে মানুষের আইনই চলবে।

২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এখানে আল্লাহ জিজ্ঞেসা করছেন যারা মুখ নিচুর দিকে দিয়ে চলে তারাই কি হেদায়াতের পথে চলে নাকি যারা মাথা খাড়া করে চলে তারাই হেদায়াতের পথে চলে? এ আয়াতের মধ্যে تَنَسَّدُ যে শব্দ রয়েছে অর্থ মুখ নিচুর দিক দিয়ে চলা বা মুখের উপর ভর দিয়ে চলা। এর দুটো অর্থ হতে পারে যথাঃ

১। একমাত্র মানুষ মাথা খাড়া করে চলে যাকে এই একই আয়াতের মধ্যে سَوِيًّا বলা হয়েছে। এর অর্থ মাথা খাড়া করে চলা। এতে এও বুঝা যায় যে যারা চার পায়ে জীব, যাদের কোন বোধ নেই কিছু মানুষ তাদের মত

www.pathagar.com

অর্থাৎ চার পেয়ে জীবের মত মুখ নিচুর দিক দিয়ে জীবজন্তুর মত চলে, তারা কি আর কুরআনের নির্দেশ মেনে চলতে পারে? তা কিছুতেই পারেনা অর্থাৎ হেদায়াত গ্রহণ করতে পারে না। বরং যারা মাথা খাড়া করে চলে যারা মানুষ (অর্থাৎ মানব সূলভ জ্ঞানের যারা সদ্ব্যবহার করে) তারাই চলতে পরে হেদায়াতের পথে। এর ভিন্ন অর্থ এটাও হতে পারে।

২। যারা সঠিক পথে না চ'লে মুখ থুবড়ে যাওয়া পথে আছে তারাই কি সোজা পথে আছে? নাকি যারা মুখ থুবড়ে যাওয়া পথে না চলে সিরাতুল মুসতাকীম বা আল্লাহর দেখান পথে চলে তারাই সঠিক পথে আছে?

এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যারা মানুষের স্বরচিত আইন মুতাবিক জীবন যাপন করে বা রাষ্টীয় আইনের বেলায় মানব রচিত আইন মেনে চলে তারা মুখ থুবড়ী খেয়ে চলার পথে চলে। অর্থাৎ তারা তাদের নিজ তৈরী আইনকে অচল আইন মনে করে এবং তাদের সামনে প্রমাণ হয়ে যায় যে এ অচল প্রমাণিত হওয়ার কারণে তারা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। পরে আবার তাদের আইনে সংশোধনী আনতে হয় কিন্তু আল্লাহর আইনে কোন দিনই সংশোধনী আনতে হয়না। কাজেই আল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমরাই চিন্তা করে বল পথ কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক? এর জবাবে ঈমানদার লোকদের পক্ষ থেকে জবাব একটাই যে, যে আইন দু'দিন পরে অচল প্রমাণিত হয়ে যায় সেই আইন মেনে চল্লে তাকে বার বার মুখ থুবড়ী খেয়ে পড়তে হয়। কাজেই মানব রচিত আইনে যারা মেনে চলে তারা অবশ্যই ভুল পথে চলে কাজেই তারা হেদায়েতের পথে নয়। বরং যারা يَمْشِيْ سَوِيًّا মাথা খাড়া করে আল্লাহর আইন মেনে মানবীয় মর্যাদা রক্ষা করে চলে তারাই عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল সোজা পথে রয়েছে এবং এরাই বেহেস্তী।

www.pathagar.com

২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এখানে আল্লাহ তার রাসূলকে বলতে বলছেন যে বল, তিনি তো এ কাজেও সক্ষম যে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা সহজ বুদ্ধিতে ধরতে পারে। এরপর দেখ তোমাদের শুনার শক্তি দিয়েছেন বলে তোমরা শুনতে পার। তিনিই তোমাদের দেখার শক্তি দিয়েছেন বলে তোমরা দেখতে পার। তিনিই তোমাদের মন বা অন্তর দিয়েছেন যার দ্বারা তোমরা বুঝতে পার। যারা চিন্তা করতে পার তারা একটু চিন্তা করে দেখতো তোমাদরে কানের কর্ণকুহরে যে ছোট্ট পাতলা পর্দাটায় আওয়াজ ধরা পড়ে, যার ফলে আমরা শুনতে পারি ঐ পর্দাটা কি গোটা পৃথিবীকে ন্যায্য মূল্যে ৭ বার বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে একটা বধিরকে কি শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন করে দেয়া যাবে ? অর্থাৎ কানের কর্ণ কুহরের ঐ পাতলা পর্দাটা কি তৈরী করে দেয়া যাবে ? আর যাবে কি তুমি জন্মান্ধ হলে বিশটা পৃথিবীর মূল্যে দিয়ে একটা দেখার মত চোখ তৈরী করা ? আর পারবে কি শত পৃথিবীর মূল্যে দিয়ে মানুষের মত একটা মন পশুর মধ্যে তৈরী করে দিতে ?

এ সব যিনি মানুষকে দয়া করে দিয়েছেন, দিয়েছেন কি কোন অর্থের বিনিময়ে ? এসব যিনি পারে তিনি কি পারেন না মানুষের বা মানব সমাজের জন্যে একটা সঠিক ও নির্ভূল জীবন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা দিতে ? এরপরই আল্লাহ বলছেন তোমরা খুব কম লোকই আছ যারা আমার শুকরিয়া আদায় করে থাক। ধিক আমাদের জ্ঞানের ওধিক আমাদের চিন্তার যে এত বড় মেহেরবান আল্লাহকে এবং তার দেয়া আইন-কানুনকে আমরা কি মনে করি?

২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে বলতে বলছেন যে বল, তিনি তো তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং কিয়ামতের দিন তিনিই তো তোমাদের বিচারের জন্যে আবার একত্রিত করবেন তা কি তোমরা ভুলে গিয়েছে ? সেই দিন টের পাবে আল্লাহকে মেনে না চলার এবং মানব রচিত আইন মেনে চলার ফলটা কেমন, বুঝবে সেই দিন।

www.pathagar.com

২৫,২৬ ও ২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এখানে সেই সব অস্বীকারকারীদের কথা বলা হচ্ছে যে তারা ঠাট্টা তামাসা করে জিজ্ঞাসা করে যে কবে হবে সেই কিয়ামতের দিন। তার জবাবে আল্লাহ বলতে বলছেন সেই জ্ঞান আল্লাহ কাউকে দেননি। যেদিন কেয়ামত হবে সেই দিন বুঝবে, আমি তো সতর্ককারী মাত্র। কিয়ামত কবে ঘটবে এটা বলার জন্যে আল্লাহ আমাকে পাঠাননি। আমার কাজ সতর্ক করা আর আল্লাহর কাজ কিয়ামতের দিন বিচার করা এবং যার যার কর্মফল মুতাবিক শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া। এরপর ২৭নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন আর যখন সেই কিয়ামত স্বচক্ষে দেখবে তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। আর সেদিন কাফেরদের কে বলবে এই তো সেই দিন যে দিন তোমরা চাইতে।

২৮নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তোমরা কি ভেবে দেখছে যে, তোমাদের মনের কামনা বাসনা মুতাবিক যদি আল্লাহ আমাদের ধ্বংস কিংবা আল্লাহর দয়ার আমাদের উপর যদি রহমত নাযিল হয় তাতে তোমাদের কি, তোমরা তো কাফেরই। আর কাফেরদের আল্লাহর ঠিক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে ? তা কি কখনও ভেবে দেখেছে ? আল্লাহর দেয়া যাবতীয় আইন কানুন না মেনে মানব রচিত আইন কানুন মেনে চলার কারণে শেষ বিচারের পরে শাস্তিটা ভোগ করতে হবে তার থেকে কে তোমাদের বাঁচাবে ?

২৯নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন বল, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং তারই উপর ভরসা করি। আর বল, তোমরা সত্তরই যানতে পারবে যে তোমরা যারা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলার কারণে ইসলামী আন্দোলনকারী আলেমদের গোমরাহ বলেছিলে, তারা কি গোমরাহ ছিল নাকি তোমরাই স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিলে ? তখন তাদের চেহারা কেমন হবে তাই বলছেনঃ سِيْئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

www.pathagar.com

যারা আল্লাহর দেয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহর আইন অস্বীকার করার নীতি অবলম্বন করেছিলে তারা দেখে লও আসলে বড় ধরণের গোমরাহীর মধ্যে ডুবে ছিল কারা ? এখানে ৯ নং আয়াতের জবাব দেয়া হয়েছে। যে ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে একদল লোক আছে যারা ইসলামী হুকুমাত বা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করার চেষ্টা করতো তাদেরকে যারা গোমরাহ বলত তাদেরকেই কিয়ামতের মাঠে বলা হবে, আজ দেখতো আসলে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের কথা যারা বলেছিল তারাই কি তোমাদের ধারণা অনুযায়ী গোমরাহ ছিল নাকি তোমরাই ছিলে স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমর্জ্জিত। এখানে আল্লাহর জিজ্ঞাসা যে কারা সেই গোমরাহীর মধ্যে নিতর্জ্জিত ? আফসোস যে তখন একদল লোকের হুশ হবে, তখন হুশ হয়ে ফায়দা হবে না এক আধা পয়সারও । কিন্তু হুশ হল না দিন থাকতে।

৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

শেষ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, রাসূলকে যে আপনি ওদের বলুন বা জিজ্ঞাসা করুন তোমরা যারা আল্লাহর আইন সমাজে প্রতিষ্টিত করতে চাওনা তারা ভেবে দেখছে কি যে সেই আল্লাহ যদি ভূগর্ভের পানির স্তর যদি আরো নিচে নামিয়ে দেন তোমাদের কুয়ার পানি যদি শুকিয়ে যায় আর নলকুপেও যদি পানি না ওঠে তাহলে তোমরা পানি পাবে কোথায়? যে পানি না হলে জীবন বাঁচে না ? আর সেই আল্লাহর দেয়া আইনই কি তোমরা অমান্য করতে চাও।

আফসোস

যদি 'আক্বীমুসসালাত' শব্দের অর্থ যেমন বুঝি তেমন যদি সূরা আল মূলকের অর্থ ও তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারতাম তাহলে আজ শুধু মুসলীম বিশ্বেরই নয়, সারা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যেত।

হে বাংলার মুসলমান আপনারা পারবেন কি সূরা আল-মূলকের তাৎপর্য মেনে নিতে ? আর পারবেন কি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করতে ? হ্যাঁ পারবেন যদি সত্যই পরকালে বিশ্বাসী হন।

ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫